চতুর্দশ অধ্যায়

বেণ রাজার কাহিনী

শ্লোক ১

মৈত্রেয় উবাচ

ভৃগ্বাদয়স্তে মুনয়ো লোকানাং ক্ষেমদর্শিনঃ ।
গোপ্তুর্যসতি বৈ নৃণাং পশ্যন্তঃ পশুসাম্যতাম্ ॥ ১ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন; **ভৃগু-আদয়ঃ**—ভৃগু আদি; **তে**—তাঁরা সকলে; **মুনয়ঃ**—মহর্ষিগণ; **লোকানাম্**—মানুষদের; **ক্ষেম-দর্শিনঃ**—শুভাকাঙ্ক্ষী; **গোপ্তরি**—রাজা; **অসতি**—অনুপস্থিতিতে; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **নৃণাম্**—সমস্ত নাগরিকদের; **পশ্যন্তঃ**—বুঝতে পেরে; **পশু-সাম্যতাম্**—পশুতুল্য অস্তিত্ব।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—হে মহাবীর বিদুর! ভৃগু আদি ঋষিরা সর্বদাই জনসাধারণের কল্যাণ কামনা করতেন। যখন তাঁরা দেখলেন যে, রাজা অঙ্গের অনুপস্থিতিতে জনসাধারণের হিতসাধন করার মতো কেউ নেই, তখন তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, শাসক না থাকার ফলে মানুষেরা স্বাধীন এবং অসংযত হয়ে যাবে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *ক্ষেম-দর্শিনঃ* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ, যার অর্থ হচ্ছে যারা সর্বদা জনসাধারণের মঙ্গলকাঙ্ক্ষী। ভৃগু আদি সমস্ত মহর্ষিগণ সর্বদা চিন্তা করেন, কিভাবে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত প্রাণীদের চিন্ময় স্তরে উন্নীত করা যায়। বাস্তবিক পক্ষে তাঁরা প্রতিটি গ্রহলোকের রাজাদের উপদেশ দেন, তাঁরা যেন জীবনের এই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে লক্ষ্য স্থির রেখে, তাঁদের প্রজাদের শাসন করেন। মহর্ষিগণ রাষ্ট্রপ্রধান বা নৃপতিকে পরামর্শ দিতেন, এবং তাঁদের নির্দেশ অনুসারে তিনি জনগণকে শাসন করতেন। রাজা অঙ্গের নিরুদ্দেশের পর, মহর্ষিদের নির্দেশ পালন করার মতো কেউ ছিল

না। তার ফলে সমস্ত প্রজারা এতই উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়েছিল যে, পশুদের সাথে তাদের তুলনা করা যেত। *ভগবদ্গীতায়* (৪/১৩) বর্ণিত হয়েছে, গুণ এবং কর্ম অনুসারে মনুষ্য-সমাজ চারটি বর্ণে বিভক্ত হওয়া অবশ্য কর্তব্য। প্রত্যেক সমাজে বুদ্ধিমান শ্রেণী, শাসক শ্রেণী, উৎপাদক শ্রেণী এবং শ্রমিক শ্রেণী থাকা অবশ্য কর্তব্য। আধুনিক গণতন্ত্রের প্রভাবে এই বিজ্ঞান-সম্মত বর্ণ-বিভাগ নষ্ট হয়ে গেছে, এবং ভোটের বলে শূদ্রদের প্রশাসকের পদে মনোনীত করা হচ্ছে। জীবনের চরম উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ এই সমস্ত মানুষেরা তাদের খেয়াল-খুশিমতো আইন সৃষ্টি করছে। তার ফলে কেউই সুখী নয়।

শ্লোক ২

বীরমাতরমাহূয় সুনীথাং ব্রহ্মবাদিনঃ ।
প্রকৃত্যসম্মতং বেণমভ্যষিঞ্চন্ পতিং ভুবঃ ॥ ২ ॥

বীর—বেণের; **মাতরম্**—মাতা; **আহূয়**—ডেকে এনে; **সুনীথাম্**—সুনীথা নামক; **ব্রহ্ম-বাদিনঃ**—বেদজ্ঞ ঋষিগণ; **প্রকৃতি**—মন্ত্রীদের দ্বারা; **অসম্মতম্**—অমত; **বেণম্**—বেণ; **অভ্যষিঞ্চন্**—রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করেছিলেন; **পতিম্**—প্রভু; **ভুবঃ**—পৃথিবীর।

অনুবাদ

মহর্ষিগণ তখন রাজমাতা সুনীথাকে ডেকে এনে, তাঁর অনুমতিক্রমে বেণকে পৃথিবীপতিরূপে রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করেছিলেন। যদিও তাতে মন্ত্রীদের সম্মতি ছিল না।

শ্লোক ৩

শ্রুত্বা নৃপাসনগতং বেণমত্যুগ্রশাসনম্ ।
নিলিল্যুর্দস্যবঃ সদ্যঃ সর্পত্রস্তা ইবাখবঃ ॥ ৩ ॥

শ্রুত্বা—শুনে; **নৃপ**—রাজার; **আসন-গতম্**—সিংহাসনে আরোহণ করছেন; **বেণম্**—বেণ; **অতি**—অত্যন্ত; **উগ্র**—কঠোর; **শাসনম্**—দণ্ডদাতা; **নিলিল্যুঃ**—লুকিয়েছিল; **দস্যবঃ**—সমস্ত দস্যুরা; **সদ্যঃ**—তৎক্ষণাৎ; **সর্প**—সাপের থেকে; **ত্রস্তাঃ**—ভীত হয়ে; **ইব**—সদৃশ; **আখবঃ**—মূষিক।

অনুবাদ

বেণ যে অত্যন্ত কঠোর এবং নিষ্ঠুর ছিল, সেই কথা আগে থেকেই সকলের জানা ছিল; তাই সে রাজসিংহাসনে আরোহণ করেছে শোনা মাত্রই, সমস্ত দস্যু এবং তস্করেরা অত্যন্ত ভীত হয়েছিল, এবং সাপের ভয়ে মূষিক যেমন লুকিয়ে পড়ে, তেমনই তারাও ইতস্তত লুকিয়ে পড়েছিল।

তাৎপর্য

রাষ্ট্র-সরকার যখন দুর্বল হয়ে যায়, তখন দস্যু এবং তস্করেরা প্রবল হয়ে ওঠে। তেমনই, সরকার যদি অত্যন্ত শক্তিশালী হয়, তখন সমস্ত দস্যু-তস্করেরা লুকিয়ে পড়ে। বেণ অবশ্য খুব একটা ভাল রাজা ছিল না, কিন্তু তার নিষ্ঠুরতা এবং কঠোরতা সকলেরই জানা ছিল। তার ফলে রাজ্য অন্তত দস্যু-তস্করদের উৎপাত থেকে মুক্ত ছিল।

শ্লোক ৪

স আরূঢ়নৃপস্থান উন্নদ্ধোঽষ্টবিভূতিভিঃ ।
অবমেনে মহাভাগান্ স্তব্ধঃ সম্ভাবিতঃ স্বতঃ ॥ ৪ ॥

সঃ—রাজা বেণ; **আরূঢ়**—আরোহণ করে; **নৃপ-স্থানঃ**—রাজপদে; **উন্নদ্ধঃ**—অত্যন্ত গর্বিত; **অষ্ট**—আট; **বিভূতিভিঃ**—ঐশ্বর্যের দ্বারা; **অবমেনে**—অপমান করতে শুরু করে; **মহা-ভাগান্**—মহান ব্যক্তিদের; **স্তব্ধঃ**—অবিবেচক; **সম্ভাবিতঃ**—মহান বলে মনে করে; **স্বতঃ**—নিজেকে।

অনুবাদ

রাজসিংহাসনে আরোহণ করে, বেণ অষ্ট ঐশ্বর্যযুক্ত হয়ে সর্ব শক্তিমান হয়েছিল। তার ফলে সে অত্যন্ত গর্বিত হয়ে উঠেছিল। অহঙ্কারে মত্ত হয়ে সে নিজেকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে করত। তার ফলে সে মহান ব্যক্তিদের অপমান করতে শুরু করে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *অষ্ট-বিভূতিভিঃ* শব্দটি, যার অর্থ হচ্ছে 'আট প্রকার ঐশ্বর্যের দ্বারা', অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। রাজার এই অষ্ট ঐশ্বর্য-সমন্বিত হওয়া কর্তব্য। যোগ অভ্যাসের ফলে, রাজারা সাধারণত এই আটটি ঐশ্বর্য লাভ করতেন। অষ্টাঙ্গযোগ

অনুশীলন করে রাজর্ষি অণিমা, গরিমা, প্রাপ্তি ইত্যাদি ঐশ্বর্য লাভ করতেন। রাজর্ষি একটি রাজ্য সৃষ্টি করে, সকলকে বশীভূত করে তাদের শাসন করতে পারতেন। এইগুলি ছিল রাজার কয়েকটি ঐশ্বর্য। রাজা বেণ কিন্তু কখনও যোগ অভ্যাস করেনি, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে তার রাজপদের গর্বে অত্যন্ত গর্বিত হয়ে উঠেছিল। যেহেতু সে খুব একটা বিবেচক ছিল না, তাই সে তার ক্ষমতার অপব্যবহার করে মহান ব্যক্তিদের অপমান করতে শুরু করেছিল।

শ্লোক ৫

এবং মদান্ধ উৎসিক্তো নিরঙ্কুশ ইব দ্বিপঃ ।
পর্যটন্ রথমাস্থায় কম্পয়ন্নিব রোদসী ॥ ৫ ॥

এবম্—এইভাবে; **মদ-অন্ধঃ**—ক্ষমতার গর্বে অন্ধ হয়ে; **উৎসিক্তঃ**—দম্ভকারী; **নিরঙ্কুশঃ**—অসংযত; **ইব**—সদৃশ; **দ্বিপঃ**—হস্তী; **পর্যটন্**—বিচরণ করত; **রথম্**—রথে; **আস্থায়**—আরোহণ করে; **কম্পয়ন্**—কম্পিত করে; **ইব**—বাস্তবিক; **রোদসী**—আকাশ এবং পৃথিবী।

অনুবাদ

তার ঐশ্বর্যের গর্বে অন্ধ হয়ে রাজা বেণ রথে আরোহণ করে, অঙ্কুশতাড়ন-রহিত হস্তীর মতো দ্যুলোক এবং ভূলোক কম্পিত করে, তার রাজ্যে বিচরণ করতে লাগল।

শ্লোক ৬

ন যষ্টব্যং ন দাতব্যং ন হোতব্যং দ্বিজাঃ ক্বচিৎ ।
ইতি ন্যবারয়দ্ধর্মং ভেরীঘোষেণ সর্বশঃ ॥ ৬ ॥

ন—না; **যষ্টব্যম্**—কোন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা; **ন**—না; **দাতব্যম্**—কোন প্রকার দান দেওয়া; **ন**—না; **হোতব্যম্**—হোম করা; **দ্বিজাঃ**—হে ব্রাহ্মণগণ; **ক্বচিৎ**—কখনও; **ইতি**—এইভাবে; **ন্যবারয়ৎ**—নিবারণ করেছিল; **ধর্মম্**—ধর্ম অনুষ্ঠান; **ভেরী**—ভেরী; **ঘোষেণ**—শব্দের দ্বারা; **সর্বশঃ**—সর্বত্র।

অনুবাদ

রাজা বেণ ভেরী নিনাদের দ্বারা রাজ্যের সর্বত্র ঘোষণা করেছিল যে, ব্রাহ্মণেরা আর কোন প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে পারবেন না, দান করতে পারবেন না বা

হোম আদি ক্রিয়া করতে পারবেন না। অর্থাৎ, সব রকম ধর্ম-অনুষ্ঠান সে বন্ধ করে দিয়েছিল।

তাৎপর্য

বেণ রাজা যা বহু বছর পূর্বে করেছিল, তা এখন সারা পৃথিবী জুড়ে সমস্ত নাস্তিক রাষ্ট্র-সরকারগুলি মেনে চলছে। পৃথিবীর অবস্থা এতই সঙ্কটজনক যে, যে-কোন মুহূর্তে সরকারগুলি ঘোষণা করতে পারে যে, সব রকম ধার্মিক অনুষ্ঠান বন্ধ করতে হবে। তার ফলে পৃথিবীর অবস্থা এতই অধঃপতিত হবে যে, পুণ্যবান ব্যক্তিদের পক্ষে এই পৃথিবীতে বাস করা অসম্ভব হয়ে উঠবে, তাই সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন মানুষদের অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে কৃষ্ণভক্তির অনুশীলন করা উচিত, যাতে তাঁরা এই ব্রহ্মাণ্ডের দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় আর জর্জরিত না হয়ে, তাঁদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারেন।

শ্লোক ৭

বেণস্যাবেক্ষ্য মুনয়ো দুর্বৃত্তস্য বিচেষ্টিতম্ ।
বিমৃশ্য লোকব্যসনং কৃপয়োচুঃ স্ম সত্রিণঃ ॥ ৭ ॥

বেণস্য—রাজা বেণের; **আবেক্ষ্য**—দেখে; **মুনয়ঃ**—সমস্ত মহর্ষিগণ; **দুর্বৃত্তস্য**—মহা দুরাচারীর; **বিচেষ্টিতম্**—কার্যকলাপ; **বিমৃশ্য**—বিবেচনা করেছিলেন; **লোক-ব্যসনম্**—জনসাধারণের বিপদ; **কৃপয়া**—কৃপাপরবশ হয়ে; **ঊচুঃ**—বলেছিলেন; **স্ম**—অতীতে; **সত্রিণঃ**—যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারী।

অনুবাদ

নিষ্ঠুর বেণের অত্যাচার দর্শন করে, সমস্ত মহর্ষিরা একত্রে মিলিত হয়ে বিচার করেছিলেন যে, সারা পৃথিবীর মানুষদের এক মহা বিপদ উপস্থিত হয়েছে। তাই তাঁরা দয়াপরবশ হয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে শুরু করেছিলেন, কারণ তাঁরা স্বয়ং যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারী ছিলেন।

তাৎপর্য

রাজা বেণের অভিষেকের পূর্বে, মহর্ষিরা সমাজের মঙ্গলের জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ছিলেন। তাঁরা যখন দেখলেন রাজা বেণ অত্যন্ত দায়িত্বহীন, নিষ্ঠুর এবং অত্যাচারী, তখন তাঁরা জনসাধারণের কল্যাণের কথা চিন্তা করতে শুরু করেছিলেন। ঋষি,

মহাত্মা এবং ভগবদ্ভক্তরা জনসাধারণের মঙ্গল সাধনে উদাসীন হন না। সাধারণ কর্মীরা ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য অর্থ উপার্জন করতে ব্যস্ত থাকে, এবং সাধারণ জ্ঞানীরা তাদের মুক্তির চিন্তায় মগ্ন থেকে সামাজিক ব্যাপার থেকে স্বতন্ত্র থাকে, কিন্তু প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত এবং সাধুরা সর্বদা উৎকণ্ঠিত থাকেন কিভাবে মানুষ জাগতিক এবং পারমার্থিক উভয় ক্ষেত্রেই সুখী হতে পারে। তাই মহর্ষিরা আলোচনা করতে শুরু করেছিলেন, রাজা বেণ কর্তৃক সৃষ্ট সেই ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে জনসাধারণকে কিভাবে উদ্ধার করা যায়।

শ্লোক ৮

অহো উভয়তঃ প্রাপ্তং লোকস্য ব্যসনং মহৎ ।
দারুণ্যুভয়তো দীপ্তে ইব তস্করপালয়োঃ ॥ ৮ ॥

অহো—হায়; **উভয়তঃ**—উভয় দিক থেকে; **প্রাপ্তম্**—প্রাপ্ত; **লোকস্য**—জনসাধারণের; **ব্যসনম্**—সঙ্কট; **মহৎ**—অত্যন্ত; **দারুণি**—কাঠ; **উভয়তঃ**—দুই দিক থেকে; **দীপ্তে**—প্রজ্বলিত; **ইব**—সদৃশ; **তস্কর**—দস্যু এবং দুর্বৃত্ত; **পালয়োঃ**—এবং রাজা থেকে।

অনুবাদ

মহর্ষিরা পরস্পরের সঙ্গে আলোচনা করে দেখলেন যে, জনসাধারণ উভয় দিক থেকে বিপদগ্রস্ত হয়েছে। কাঠের উভয় দিক প্রজ্বলিত হলে যেমন তার মধ্যবর্তী পিপীলিকারা ভয়ঙ্কর অবস্থার সম্মুখীন হয়, ঠিক তেমনই, সেই সময়ে জনসাধারণ একদিকে দায়িত্বজ্ঞানহীন এক রাজা এবং অন্যদিকে দস্যু-তস্কর আদির মাঝে বিপদাপন্ন হয়েছিল।

শ্লোক ৯

অরাজকভয়াদেষ কৃতো রাজাতদর্হণঃ ।
ততোঽপ্যাসীদ্ভয়ং ত্বদ্য কথং স্যাৎস্বস্তি দেহিনাম্ ॥ ৯ ॥

অরাজক—রাজার অভাবে; **ভয়াৎ**—ভয় থেকে; **এষঃ**—এই বেণ; **কৃতঃ**—করা হয়েছিল; **রাজা**—রাজা; **অ-তৎ-অর্হণঃ**—যোগ্য না হওয়া সত্ত্বেও; **ততঃ**—তার থেকে; **অপি**—ও; **আসীৎ**—ছিল; **ভয়ম্**—ভয়; **তু**—তখন; **অদ্য**—এখন; **কথম্**—কিভাবে; **সাৎ**—হতে পারে; **স্বস্তি**—সুখ; **দেহিনাম্**—জনসাধারণের।

অনুবাদ

অরাজকতা থেকে রাজ্যকে রক্ষা করার জন্য, ঋষিরা বিবেচনা করতে শুরু করলেন যে, বেণ অযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও, রাজনৈতিক সঙ্কটের ফলে, তাকে তাঁরা রাজা করেছিলেন। কিন্তু হায়! এখন জনসাধারণ সেই রাজার দ্বারাই উৎপীড়িত হচ্ছে। এই অবস্থায় মানুষ সুখী হতে পারে কি করে?

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (১৮/৫) উল্লেখ করা হয়েছে যে, সন্ন্যাস আশ্রমেও মানুষের যজ্ঞ, দান এবং তপস্যা ত্যাগ করা উচিত নয়। যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা ব্রহ্মচারীদের অবশ্য কর্তব্য, গৃহস্থদের দান করা কর্তব্য, আর যাঁরা ত্যাগের আশ্রমে রয়েছেন (বানপ্রস্থী এবং সন্ন্যাসী), তাঁদের তপস্যা করা কর্তব্য। এই পন্থায় সকলেই পারমার্থিক স্তরে উন্নীত হতে পারেন। ঋষি এবং মহাত্মারা যখন দেখলেন যে, রাজা বেণ এই সমস্ত অনুষ্ঠান বন্ধ করে দিয়েছে, তখন তাঁরা জনসাধারণের উন্নতি সাধনের ব্যাপারে অত্যন্ত চিন্তিত হয়েছিলেন। মহাত্মারা ভগবৎ চেতনা বা কৃষ্ণভক্তির প্রচার করেন, কারণ তাঁরা পাশবিক জীবনের ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি থেকে জনসাধারণকে রক্ষা করতে চান। প্রজাদের বাস্তবিকভাবে ধর্মের পথে পরিচালনা করার জন্য এবং দস্যু-তস্করদের দমন করার জন্য উত্তম সরকার প্রয়োজন। তা যখন হয়, তখন মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে পারমার্থিক উন্নতি সাধন করতে পারে এবং তার ফলে তাদের জীবন সার্থক হয়।

শ্লোক ১০

অহেরিব পয়ঃপোষঃ পোষকস্যাপ্যনর্থভৃৎ ।
বেণঃ প্রকৃত্যৈব খলঃ সুনীথাগর্ভসম্ভবঃ ॥ ১০ ॥

অহেঃ—সর্পের; **ইব**—সদৃশ; **পয়ঃ**—দুধ দিয়ে; **পোষঃ**—পালন; **পোষকস্য**—পালনকর্তার; **অপি**—ও; **অনর্থ**—অনর্থ; **ভৃৎ**—হয়; **বেণঃ**—রাজা বেণ; **প্রকৃত্যা**—স্বভাবত; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **খলঃ**—দুষ্ট; **সুনীথা**—বেণের মাতা সুনীথার; **গর্ভ**—গর্ভ; **সম্ভবঃ**—জাত।

অনুবাদ

ঋষিরা চিন্তা করতে শুরু করলেন—সুনীথার গর্ভ থেকে উৎপন্ন হওয়ার ফলে, রাজা বেণ স্বভাবতই অত্যন্ত দুষ্ট। এই দুষ্ট রাজাকে সমর্থন করা ঠিক দুধ দিয়ে সাপ পোষার মতো। এখন সে সব রকম দুঃখ-কষ্টের কারণ হয়েছে।

তাৎপর্য

সাধুরা সাধারণত সামাজিক কার্যকলাপ এবং জড়-জাগতিক জীবন থেকে স্বতন্ত্র থাকেন। প্রজাদের দস্যু-তস্করের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সাধুরা বেণকে সমর্থন করেছিলেন, কিন্তু সিংহাসনে আরোহণ করার পর, সে ঋষিদের কষ্টের কারণ হয়েছিল। সাধু ব্যক্তিরা পারমার্থিক উন্নতি সাধনের জন্য যজ্ঞ অনুষ্ঠান এবং তপশ্চর্যা অনুশীলনে বিশেষভাবে আগ্রহী হন। কিন্তু সেই সাধুদের কৃপার জন্য কৃতজ্ঞতা অনুভব করার পরিবর্তে, বেণ তাঁদের প্রতি বৈরী-ভাবাপন্ন হয়েছিল এবং তাঁদের সাধারণ কর্তব্যকর্ম অনুষ্ঠান পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছিল। দুধ-কলা দিয়ে যে কালসাপ পোষা হয়, সে কেবল তার দাঁতে বিষ জমায় এবং তার পালককে দংশন করার প্রতীক্ষা করে।

শ্লোক ১১

নিরূপিতঃ প্রজাপালঃ স জিঘাংসতি বৈ প্রজাঃ ।
তথাপি সান্ত্বয়েমামুং নাস্মাংস্তৎপাতকং স্পৃশেৎ ॥ ১১ ॥

নিরূপিতঃ—নিযুক্ত; **প্রজা-পালঃ**—রাজা; **সঃ**—সে; **জিঘাংসতি**—অনিষ্ট সাধনের আকাঙ্ক্ষা করে; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **প্রজাঃ**—প্রজাদের; **তথা অপি**—তা সত্ত্বেও; **সান্ত্বয়েম**—আমরা তাকে শান্ত করব; **অমুম্**—তাকে; **ন**—না; **অস্মান্**—আমাদের; **তৎ**—তার; **পাতকম্**—পাপকর্মের ফল; **স্পৃশেৎ**—স্পর্শ করতে পারে।

অনুবাদ

প্রজাদের রক্ষা করার জন্য আমরা এই বেণকে রাজপদে অভিষিক্ত করেছিলাম, কিন্তু এখন সে প্রজাদের শত্রুতে পরিণত হয়েছে। তার এই সমস্ত ত্রুটি সত্ত্বেও, আমরা তাকে এখন বোঝাতে চেষ্টা করব। তার ফলে তার পাপ আমাদের স্পর্শ করবে না।

তাৎপর্য

ঋষিরা বেণকে রাজপদে অধিষ্ঠিত করেছিলেন, কিন্তু কালক্রমে তার দুষ্ট স্বভাব তাঁদের গোচরীভূত হয়েছিল; তাই তাঁরা তার পাপকর্মের ভাগী হওয়ার ভয়ে ভীত হয়েছিলেন। অসৎ ব্যক্তিদের সঙ্গ করা পর্যন্ত কর্মের নিয়মে নিষিদ্ধ। বেণকে রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত করার ফলে, ঋষিরা নিঃসন্দেহে তার সঙ্গ করেছিলেন।

চরমে রাজা বেণ এতই দুরাচারীতে পরিণত হয়েছিল যে, ঋষিরা তার কার্যকলাপের দ্বারা কলুষিত হওয়ার ভয়ে ভীত হয়েছিলেন। তাই তার বিরুদ্ধে কিছু করার পূর্বে, তাঁরা প্রথমে তার অপকর্ম থেকে তাকে নিরস্ত করা জন্য তাকে শান্ত করা এবং সংশোধন করার চেষ্টা করেছিলেন।

শ্লোক ১২

তদ্বিদ্বদ্ভিরসদ্বৃত্তো বেণোঽস্মাভিঃ কৃতো নৃপঃ ।
সান্ত্বিতো যদি নো বাচং ন গ্রহীষ্যত্যধর্মকৃৎ ।
লোকধিক্কারসন্দগ্ধং দহিষ্যামঃ স্বতেজসা ॥ ১২ ॥

তৎ—তার দুষ্ট স্বভাব; **বিদ্বদ্ভিঃ**—অবগত; **অসৎ-বৃত্তঃ**—দুরাচারী; **বেণঃ**—বেণ; **অস্মাভিঃ**—আমাদের দ্বারা; **কৃতঃ**—করা হয়েছে; **নৃপঃ**—রাজা; **সান্ত্বিতঃ**—বোঝানো সত্ত্বেও; **যদি**—যদি; **নঃ**—আমাদের; **বাচম্**—বাক্য; **ন**—না; **গ্রহীষ্যতি**—গ্রহণ করে; **অধর্ম-কৃৎ**—অত্যন্ত দুষ্ট; **লোক-ধিক্-কার**—জনসাধারণের দ্বারা নিন্দিত; **সন্দগ্ধম্**—দগ্ধীভূত; **দহিষ্যামঃ**—আমরা দগ্ধ করব; **স্ব-তেজসা**—আমাদের তেজের দ্বারা।

অনুবাদ

ঋষিরা বিবেচনা করলেন—তার দুষ্ট স্বভাব সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণরূপে অবগত ছিলাম। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা বেণকে রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেছিলাম। আমরা যদি তাকে আমাদের উপদেশ গ্রহণে বাধ্য করতে না পারি, তা হলে সে জনসাধারণের দ্বারা নিন্দিত হবে, এবং আমরাও তাদের সঙ্গে যোগ দেব। এইভাবে আমাদের তেজের দ্বারা তাকে ভস্মীভূত করব।

তাৎপর্য

সাধুরা রাজনৈতিক ব্যাপারে আগ্রহী নন, তবুও তাঁরা সর্বদাই জনসাধারণের মঙ্গলের কথা চিন্তা করে থাকেন। তার ফলে কখনও কখনও তাঁদের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নেমে আসতে হয় এবং বিপথগামী সরকার বা রাজপরিবারকে সংশোধন করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু, কলিযুগে সাধুরা পূর্বের মতো শক্তিশালী নন। পুরাকালে সাধুরা তাঁদের আধ্যাত্মিক শক্তির দ্বারা পাপীদের ভস্মীভূত করতে পারতেন। কিন্তু কলিযুগের প্রভাবে সাধুদের এখন আর সেই রকম শক্তি নেই। ব্রাহ্মণদের প্রকৃতপক্ষে পশুমেধ যজ্ঞ করার ক্ষমতা নেই, যে যজ্ঞে যজ্ঞাগ্নিতে পশুদের উৎসর্গ করা হত, নতুন জীবন দান করার জন্য। এই

পরিস্থিতিতে, সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করার পরিবর্তে, সাধুদের হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা উচিত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায়, এই হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের ফলে, রাজনৈতিক জটিলতায় বিজড়িত না হলেও জনসাধারণ সর্বপ্রকার লাভ প্রাপ্ত হতে পারে।

শ্লোক ১৩

এবমধ্যবসায়ৈনং মুনয়ো গূঢ়মন্যবঃ ।
উপব্রজ্যাব্রুবন্ বেণং সান্ত্বয়িত্বা চ সামভিঃ ॥ ১৩ ॥

এবম্—এইভাবে; **অধ্যবসায়**—স্থির করে; **এনম্**—তাকে; **মুনয়ঃ**—ঋষিগণ; **গূঢ়-মন্যবঃ**—তাঁদের ক্রোধ সংগোপন করে; **উপব্রজ্য**—কাছে গিয়ে; **অব্রুবন্**—বলেছিলেন; **বেণম্**—রাজা বেণকে; **সান্ত্বয়িত্বা**—সান্ত্বনা দিয়ে; **চ**—ও; **সামভিঃ**—মধুর বাক্যের দ্বারা।

অনুবাদ

এইভাবে সংকল্প করে, ঋষিরা তাঁদের ক্রোধ সংগোপনপূর্বক বেণ রাজার কাছে গিয়েছিলেন, এবং তাকে মধুর বাক্যে সান্ত্বনা দিয়ে এই কথাগুলি বলেছিলেন।

শ্লোক ১৪

মুনয় ঊচুঃ
নৃপবর্য নিবোধৈতদ্‌যত্তে বিজ্ঞাপয়াম ভোঃ ।
আয়ুঃশ্রীবলকীর্তীনাং তব তাত বিবর্ধনম্ ॥ ১৪ ॥

মুনয়ঃ ঊচুঃ—ঋষিগণ বলেছিলেন; **নৃপ-বর্য**—হে নৃপশ্রেষ্ঠ; **নিবোধ**—বুঝতে চেষ্টা কর; **এতৎ**—এই; **যৎ**—যা; **তে**—তোমাকে; **বিজ্ঞাপয়াম**—আমরা উপদেশ দেব; **ভোঃ**—হে রাজন্; **আয়ুঃ**—আয়ু; **শ্রী**—ঐশ্বর্য; **বল**—বীর্য; **কীর্তীনাম্**—সুখ্যাতি; **তব**—তোমার; **তাত**—হে বৎস; **বিবর্ধনম্**—বর্ধনকারী।

অনুবাদ

মহর্ষিরা বললেন—হে রাজন্! তোমাকে সৎ উপদেশ দেওয়ার জন্য আমরা এসেছি। দয়া করে গভীর মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ কর। তা করার ফলে, তোমার আয়ু, ঐশ্বর্য, বীর্য এবং কীর্তি বৃদ্ধি পাবে।

তাৎপর্য

বৈদিক সভ্যতা অনুসারে, সাধু এবং ঋষিরা রাজাকে উপদেশ দেন। তাঁদের উপদেশ গ্রহণের ফলে, তাঁরা অত্যন্ত ক্ষমতাশালী শাসকে পরিণত হতে পারেন, এবং তাঁদের রাজ্যে সকলেই সুখ, শান্তি এবং সমৃদ্ধি লাভ করতে পারে। মহান রাজারা অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে মহাত্মাদের উপদেশ গ্রহণ করতেন। রাজারা পরাশর, ব্যাসদেব, নারদ, দেবল, অসিত প্রমুখ মহর্ষিদের উপদেশ গ্রহণ করতেন। অর্থাৎ, তাঁরা প্রথমে মহাত্মাদের প্রাধান্য স্বীকার করতেন এবং তার পর তাঁদের রাজকীয় দায়িত্ব সম্পাদন করতেন। দুর্ভাগ্যবশত কলিযুগে রাষ্ট্রনেতারা সাধুদের উপদেশ অনুসরণ করে না; তাই জনসাধারণ এবং রাষ্ট্রনেতা কেউই সুখী নয়। তাদের আয়ু অল্প হয়ে গেছে, এবং প্রায় সকলেই দুর্দশাগ্রস্ত এবং দৈহিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিরহিত। এই গণতন্ত্রের যুগে নাগরিকেরা যদি সুখ ও সমৃদ্ধি লাভ করতে চায়, তা হলে সাধুদের প্রতি শ্রদ্ধাহীন মূর্খদের ভোট দিয়ে নেতৃত্বে বরণ করা তাদের উচিত নয়।

শ্লোক ১৫

ধর্ম আচরিতঃ পুংসাং বাঙ্মনঃকায়বুদ্ধিভিঃ ।
লোকান্ বিশোকান্ বিতরত্যথানন্ত্যমসঙ্গিনাম্ ॥ ১৫ ॥

ধর্মঃ—ধর্মীয় অনুশাসন; **আচরিতঃ**—অনুষ্ঠিত; **পুংসাম্**—মানুষদের; **বাক্**—বাক্যের দ্বারা; **মনঃ**—মন; **কায়**—দেহ; **বুদ্ধিভিঃ**—এবং বুদ্ধির দ্বারা; **লোকান্**—লোকসমূহ; **বিশোকান্**—শোকরহিত; **বিতরতি**—প্রদান করে; **অথ**—নিশ্চিতভাবে; **আনন্ত্যম্**—অন্তহীন সুখ, মুক্তি; **অসঙ্গিনাম্**—জড়-জাগতিক প্রভাব থেকে যাঁরা মুক্ত।

অনুবাদ

যারা কায়, মন, বাক্য এবং বুদ্ধির দ্বারা ধর্ম আচরণপূর্বক জীবন যাপন করে, তারা স্বর্গলোকে উন্নীত হয়, যা সমস্ত শোক এবং দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত। এইভাবে জড়-জাগতিক প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে তারা অন্তহীন সুখ প্রাপ্ত হয়।

তাৎপর্য

ঋষিরা এখানে নির্দেশ দিয়েছেন যে, রাজা অথবা রাষ্ট্রনেতাদের ধার্মিক জীবন যাপন করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা উচিত। *ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে যে, ধর্ম

মানে হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা। কেবল লোক-দেখানো ধার্মিক জীবন যাপন করলে চলবে না; দেহ, মন, বাক্য এবং বুদ্ধির দ্বারা পূর্ণরূপে ভগবদ্ভক্তির অনুষ্ঠান করতে হবে। তার ফলে রাজা অথবা রাষ্ট্রনেতারাই যে কেবল জড়া প্রকৃতির গুণের কলুষিত প্রভাব থেকে মুক্ত হবেন তাই নয়, জনসাধারণও ক্রমশ পারমার্থিক উন্নতি সাধন করে, তাদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাবে। রাষ্ট্রপ্রধানদের কিভাবে শাসন ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করা উচিত তার সংক্ষিপ্ত উপদেশ এখানে দেওয়া হয়েছে, এবং এই উপদেশ পালনের ফলে, কেবল এই জীবনই সুখের হবে না, পরবর্তী জীবনও আনন্দময় হয়ে উঠবে।

শ্লোক ১৬

স তে মা বিনশেদ্বীর প্রজানাং ক্ষেমলক্ষণঃ ।
যস্মিন্ বিনষ্টে নৃপতিরৈশ্বর্যাদবরোহতি ॥ ১৬ ॥

সঃ—সেই পারমার্থিক জীবন; **তে**—তোমার দ্বারা; **মা**—করো না; **বিনশেৎ**—বিনষ্ট হতে দেওয়া; **বীর**—হে বীর; **প্রজানাম্**—প্রজাদের; **ক্ষেম-লক্ষণঃ**—সমৃদ্ধির কারণ; **যস্মিন্**—যা; **বিনষ্টে**—বিনষ্ট হলে; **নৃপতিঃ**—রাজা; **ঐশ্বর্যাৎ**—ঐশ্বর্য থেকে; **অবরোহতি**—অধঃপতিত হয়।

অনুবাদ

ঋষিরা বললেন—হে বীর! সেই হেতু জনসাধারণের পারমার্থিক জীবন নষ্ট করার নিমিত্ত হওয়া তোমার উচিত নয়। যদি তোমার কার্যকলাপের ফলে তাদের পারমার্থিক জীবন বিনষ্ট হয়, তা হলে তুমি অবশ্যই তোমার ঐশ্বর্য এবং রাজপদ থেকে পতিত হবে।

তাৎপর্য

পূর্বে, বিশ্বের প্রায় সর্বত্রই রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে রাজারা আদর্শ ধর্মজীবন থেকে ভগবদ্বিহীন ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জীবনে অধঃপতিত হওয়ার ফলে, আজ পৃথিবীর সর্বত্রই রাজতন্ত্র লুপ্ত হয়েছে। কিন্তু, সরকারি-পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিরা যদি ধার্মিক না হয় এবং মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করে, তা হলে কেবল মাত্র রাজতন্ত্রের পরিবর্তে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করা হলেও তাতে কোন লাভ হবে না।

শ্লোক ১৭

রাজন্নসাধ্বমাত্যেভ্যশ্চোরাদিভ্যঃ প্রজা নৃপঃ ।
রক্ষন্ যথা বলিং গৃহ্ণন্নিহ প্রেত্য চ মোদতে ॥ ১৭ ॥

রাজন্—হে রাজন্; **অসাধু**—দুষ্ট; **অমাত্যেভ্যঃ**—মন্ত্রীদের থেকে; **চোর-আদিভ্যঃ**—দস্যু-তস্করদের থেকে; **প্রজাঃ**—নাগরিকদের; **নৃপঃ**—রাজা; **রক্ষন্**—রক্ষা করে; **যথা**—যেমন; **বলিম্**—কর; **গৃহ্ণন্**—গ্রহণ করে; **ইহ**—এই জগতে; **প্রেত্য**—মৃত্যুর পর; **চ**—ও; **মোদতে**—আনন্দ উপভোগ করে।

অনুবাদ

ঋষিরা বললেন—রাজা যখন দুষ্ট অমাত্যবর্গ ও দস্যু-তস্করদের উৎপাত থেকে প্রজাদের রক্ষা করেন, তখন তিনি সেই পুণ্যকর্মের ফলে, প্রজাদের থেকে শুল্ক গ্রহণ করেন। এই প্রকার পুণ্যবান রাজা ইহজগতে এবং পরজন্মেও নিশ্চিতভাবে সুখ প্রাপ্ত হন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে পুণ্যবান রাজার কর্তব্য সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। রাজার প্রথম কর্তব্য হচ্ছে দস্যু-তস্কর এবং অসাধু অমাত্যদের হাত থেকে প্রজাদের রক্ষা করা। পূর্বে, ভোট দিয়ে মন্ত্রী নির্বাচন করা হত না, রাজা তাদের মনোনীত করতেন। তার ফলে রাজা যদি অত্যন্ত পুণ্যবান এবং কঠোর না হতেন, তা হলে মন্ত্রীরা চোর-জোচ্চোরে পরিণত হয়ে, নিরীহ নাগরিকদের শোষণ করত। রাজার কর্তব্য হচ্ছে সরকারি মন্ত্রণালয় অথবা গণবিভাগে যাতে চোর এবং বাটপারদের বৃদ্ধি না হয়, সেদিকে নজর রাখা। রাজা যদি সরকারি বিভাগ এবং গণবিভাগের মাধ্যমে চোর-বাটপারদের অত্যাচার থেকে প্রজাদের রক্ষা না করতে পারেন, তা হলে তাদের কাছ থেকে শুল্ক গ্রহণ করার কোন অধিকার রাজার থাকে না। অর্থাৎ, রাজা বা সরকার প্রজাদের কাছ থেকে তখনই কর আদায় করতে পারেন, যখন রাজা অথবা সরকার দস্যু-তস্করদের উপদ্রব থেকে প্রজাদের রক্ষা করতে পারেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধে (১২/১/৪০) সরকারি সেবায় নিযুক্ত দস্যু এবং তস্করদের বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, *প্রজাস্তে ভক্ষয়িষ্যন্তি ম্লেচ্ছা রাজন্যরূপিণঃ*—"এই সমস্ত দাম্ভিক ম্লেচ্ছরা (যারা শূদ্রদের থেকেও অধম) রাজপদ অধিকার করে প্রজাদের উপর অত্যাচার করবে, এবং তাদের প্রজারাও আবার অত্যন্ত জঘন্য আচরণ করবে। এইভাবে বদভ্যাস অনুশীলনের ফলে এবং মূর্খের মতো আচরণ করার ফলে, প্রজারাও তাদের শাসকদেরই মতো হয়ে যাবে।" অর্থাৎ

গণতান্ত্রিক কলিযুগে জনসাধারণ শূদ্রের স্তরে অধঃপতিত হবে। সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে, *কলৌ শূদ্র-সম্ভবাঃ,* কলিযুগে সারা পৃথিবীর সমস্ত মানুষেরা শূদ্রে পরিণত হবে। শূদ্র হচ্ছে চতুর্থ স্তরের মানুষ, যারা সমাজের তিনটি স্তরের মানুষদের সেবা করারই কেবল যোগ্য। চতুর্থ স্তরের মানুষ হওয়ার ফলে, শূদ্ররা খুব একটা বুদ্ধিমান নয়। যেহেতু এই গণতন্ত্রের যুগে জনসাধারণ অত্যন্ত অধঃপতিত, তাই তারা কেবল তাদেরই শ্রেণীভুক্ত কোন মানুষকে ভোট দিয়ে নেতৃত্বের পদে বরণ করতে পারে, কিন্তু শূদ্রের দ্বারা পরিচালিত সরকার ঠিকমতো চলতে পারে না। ক্ষত্রিয় নামক দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষেরা অত্যন্ত বুদ্ধিমান, তাঁরা সাধু ব্যক্তিদের (ব্রাহ্মণদের) নির্দেশনায় সরকার বা রাজ্যশাসনের উপযুক্ত। অন্যান্য যুগে—সত্যযুগ, ত্রেতাযুগ এবং দ্বাপর যুগে—জনসাধারণ এই রকম অধঃপতিত ছিল না, এবং রাষ্ট্রনেতা ভোটের দ্বারা নির্বাচিত হত না। রাজাই ছিলেন সর্বোচ্চ কার্যাধ্যক্ষ, এবং তিনি যদি কোন মন্ত্রীর চুরি করা ধরতে পারতেন, তৎক্ষণাৎ তিনি তাকে বধ করতেন অথবা পদচ্যুত করতেন। যেহেতু রাজার কর্তব্য হচ্ছে চোর এবং দুষ্কৃতকারীদের বধ করা, তাই তাঁর কর্তব্য ছিল রাজকার্যে নিযুক্ত অসৎ মন্ত্রীদেরও তৎক্ষণাৎ বধ করা। এই প্রকার তীক্ষ্ণ সতর্কতার ফলে, রাজা অত্যন্ত সুচারুরূপে রাজ্য পরিচালনা করতে পারতেন, এবং এই প্রকার রাজার অধীনে প্রজারাও অত্যন্ত সুখী হত। মূল বক্তব্য হচ্ছে যে, রাজা যদি দস্যু-তস্করদের কবল থেকে প্রজাদের যথাযথভাবে রক্ষা করতে সক্ষম না হন, তা হলে কেবল তাঁর নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য প্রজাদের কাছ থেকে কর আদায় করার কোন অধিকার তাঁর থাকে না। কিন্তু, তিনি যদি প্রজাদের সর্বতোভাবে রক্ষা করেন এবং তাদের কাছ থেকে শুল্ক আদায় করেন, তা হলে তিনি অত্যন্ত সুখে ও শান্তিতে জীবন যাপন করতে পারেন, এবং এই জীবনের অন্তে স্বর্গলোক অথবা বৈকুণ্ঠলোকে উন্নীত হতে পারেন, যেখানে তিনি সর্বতোভাবে সুখী হতে পারেন।

শ্লোক ১৮

যস্য রাষ্ট্রে পুরে চৈব ভগবান্ যজ্ঞপুরুষঃ ।
ইজ্যতে স্বেন ধর্মেণ জনৈর্বর্ণাশ্রমান্বিতৈঃ ॥ ১৮ ॥

যস্য—যার; **রাষ্ট্রে**—রাজ্যে; **পুরে**—নগরে; **চ**—ও; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **যজ্ঞ-পুরুষঃ**—সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা; **ইজ্যতে**—পূজিত হন; **স্বেন**—তাদের নিজেদের; **ধর্মেন**—বৃত্তির দ্বারা; **জনৈঃ**—মানুষদের দ্বারা; **বর্ণ-আশ্রম**—সমাজের চতুর্বর্ণ এবং চতুরাশ্রম ব্যবস্থা; **অন্বিতৈঃ**—যারা অনুসরণ করে।

অনুবাদ

যে রাজার রাজ্যে এবং নগরে জনসাধারণ নিষ্ঠাসহকারে চতুর্বর্ণ এবং চতুরাশ্রম সমাজ-ব্যবস্থা পালন করে, এবং সমস্ত প্রজারা তাদের বিশেষ বিশেষ বৃত্তির দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনায় যুক্ত, সেই রাজাকে পুণ্যবান বলে বিবেচনা করা হয়।

তাৎপর্য

রাষ্ট্রের কর্তব্য এবং নাগরিকদের কর্তব্য এই শ্লোকটিতে খুব সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। রাষ্ট্রনেতা বা রাজার এবং নাগরিকদেরও কর্তব্য হচ্ছে তাঁদের কার্যকলাপ এমনভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত, যাতে চরমে সকলেই পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় যুক্ত হন। রাজা বা রাষ্ট্রপ্রধানকে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধি বলে মনে করা হয়, এবং তাই তাঁর কর্তব্য হচ্ছে সব কিছু যাতে সুন্দরভাবে চলে এবং নাগরিকেরা যাতে বিজ্ঞান-সম্মত চতুর্বর্ণ এবং চতুরাশ্রম ব্যবস্থায় অবস্থিত হয়ে, ভগবানকে কেন্দ্র করে জীবন যাপন করে, তা দেখা। *বিষ্ণু পুরাণে* উল্লেখ করা হয়েছে যে, চতুর্বর্ণ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র) এবং চতুরাশ্রম (ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস) সমন্বিত বিজ্ঞান-সম্মত সমাজ-ব্যবস্থায় মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত না অধিষ্ঠিত হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সেই সমাজকে প্রকৃত মানব-সমাজ বলে বিবেচনা করা যায় না, অথবা সেই সমাজের মানুষেরা মানব-জীবনের চরম লক্ষ্যের উদ্দেশ্যে কখনই অগ্রসর হতে পারে না। রাষ্ট্র-সরকারের কর্তব্য হচ্ছে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা অনুসারে যাতে সব কিছু পরিচালিত হয়, তা দেখা। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, *ভগবান্, যজ্ঞ-পুরুষ*—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন *যজ্ঞপুরুষ* । *ভগবদ্গীতায়* (৫/২৯) যে-সম্বন্ধে বলা হয়েছে—*ভোক্তারং যজ্ঞ-তপসাম্* । শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত যজ্ঞের চরম উদ্দেশ্য। তিনি সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা; তাই তিনি *যজ্ঞ-পুরুষ* নামে পরিচিত। *যজ্ঞ-পুরুষ* শব্দটি শ্রীবিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণ, অথবা যে-কোন বিষ্ণুতত্ত্বকে ইঙ্গিত করে। আদর্শ মানব-সমাজে মানুষেরা বর্ণ এবং আশ্রম ব্যবস্থায় অবস্থিত হয়ে, তাঁদের বিশেষ কার্যকলাপের দ্বারা ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আরাধনায় যুক্ত। প্রত্যেক নাগরিক তাঁর বৃত্তিতে যুক্ত হয়ে, তাঁর কর্মের ফল দ্বারা ভগবানের সেবা করেন। সেটিই হচ্ছে জীবনের পূর্ণতা। যে-সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৪৬) বলা হয়েছে—

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্ ।
স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥

"যিনি সমস্ত জীবের উৎস এবং যিনি সর্বব্যাপ্ত, স্বীয় কর্তব্য কর্ম অনুষ্ঠানের দ্বারা, সেই ভগবানের আরাধনা করে মানুষ সিদ্ধিলাভ করতে পারে।"

এইভাবে শাস্ত্র-নির্দেশিত বিধি অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রের নিজ নিজ কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করা উচিত। এইভাবে সকলেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর প্রসন্নতা বিধান করতে পারেন। রাজা অথবা রাষ্ট্রপ্রধানের কর্তব্য হচ্ছে নাগরিকেরা যাতে এইভাবে কর্ম করে, তা দেখা। অর্থাৎ, রাষ্ট্রকে ধর্ম-নিরপেক্ষ বলে ঘোষণা করে, তাঁদের কর্তব্য কর্ম থেকে বিচ্যুত না হওয়া রাষ্ট্র এবং সরকারের অবশ্য কর্তব্য। আজ যে-সমস্ত মানুষ সরকারি সেবায় যুক্ত এবং যারা নাগরিকদের শাসন করে, তাদের বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রতি কোন রকম শ্রদ্ধা নেই। তারা উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হয়ে, আত্মতৃপ্তি সহকারে অনুভব করে যে, তাদের রাষ্ট্র ধর্ম-নিরপেক্ষ। এই প্রকার সরকারের শাসনাধীনে কেউই কখনও সুখী হতে পারে না। মানুষকে অবশ্যই বর্ণাশ্রম ধর্ম অনুসরণ করতে হবে, এবং রাজার অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে প্রজারা যে তা সুষ্ঠুভাবে অনুসরণ করছে, সেই সম্বন্ধে কঠোর দৃষ্টি রাখা।

শ্লোক ১৯

তস্য রাজ্ঞো মহাভাগ ভগবান্ ভূতভাবনঃ ।
পরিতুষ্যতি বিশ্বাত্মা তিষ্ঠতো নিজশাসনে ॥ ১৯ ॥

তস্য—তাঁর প্রতি; **রাজ্ঞঃ**—রাজা; **মহা-ভাগ**—হে মহারাজ; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **ভূত-ভাবনঃ**—যিনি সমগ্র সৃষ্টির আদি কারণ; **পরিতুষ্যতি**—প্রসন্ন হন; **বিশ্ব-আত্মা**—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের পরমাত্মা; **তিষ্ঠতঃ**—অবস্থিত হয়ে; **নিজ-শাসনে**—তাঁর শাসন ব্যবস্থায়।

অনুবাদ

হে মহাভাগ! রাজা যদি দেখেন যে, ভূতভাবন বিশ্বাত্মা ভগবান যথাযথভাবে পূজিত হচ্ছেন, তা হলে ভগবান তাঁর প্রতি প্রসন্ন হন।

তাৎপর্য

সরকারের কর্তব্য হচ্ছে জনসাধারণ এবং সরকারের কার্যকলাপের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবান যে সন্তুষ্ট হচ্ছেন তা দেখা। রাষ্ট্র-সরকার অথবা নাগরিকদের যদি সমগ্র সৃষ্টির আদি কারণ *ভূত-ভাবন* অথবা সমস্ত আত্মার আত্মা *বিশ্বাত্মা* পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে কোন জ্ঞান না থাকে, তা হলে সেই সমাজে সুখী হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না। মূল কথা হচ্ছে যে, ভগবানের সেবায় যুক্ত না হলে,

নাগরিকেরা অথবা সরকার কোনভাবেই সুখী হতে পারে না। বর্তমান সময়ে মানুষেরা ভক্তিযোগে ভগবানের সেবায় যুক্ত হচ্ছে কি না, তা দেখার কোন রকম আগ্রহ রাজা অথবা শাসকবর্গের নেই। পক্ষান্তরে, তারা কেবল ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য যান্ত্রিক প্রগতির ব্যাপারেই আগ্রহী। পরিণামে তারা প্রকৃতির অত্যন্ত জটিল নিয়মের বন্ধনে আরও বেশি করে জড়িয়ে পড়ছে। মানুষের কর্তব্য জড়া প্রকৃতির তিন গুণের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া এবং তার একমাত্র উপায় হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানে শরণাগতি। সেই উপদেশ *ভগবদ্গীতায়* দেওয়া হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত সরকারের অথবা জনসাধারণের কারোরই সে-সম্বন্ধে কোন ধারণা নেই; তারা কেবল ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনে এবং এই জীবনে সুখী হওয়ার চেষ্টাতেই মগ্ন। *নিজ-শাসনে* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, সরকার এবং নাগরিক উভয়েরই কর্তব্য হচ্ছে বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করা। জনসাধারণ যখন বর্ণাশ্রম ধর্মে অধিষ্ঠিত হয়, তখন ইহলোকে এবং পরলোকে, অর্থাৎ উভয়লোকেই প্রকৃত জীবন এবং সমৃদ্ধি লাভের সমস্ত সম্ভাবনা থাকে।

শ্লোক ২০

তস্মিংস্তুষ্টে কিমপ্রাপ্যং জগতামীশ্বরেশ্বরে ।
লোকাঃ সপালা হ্যেতস্মৈ হরন্তি বলিমাদৃতাঃ ॥ ২০ ॥

তস্মিন্—তিনি যখন; **তুষ্টে**—সন্তুষ্ট হন; **কিম্**—কি; **অপ্রাপ্যম্**—প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব; **জগতাম্**—জগতের; **ঈশ্বর-ঈশ্বরে**—নিয়ন্তাদের নিয়ন্তা; **লোকাঃ**—বিভিন্ন লোকের অধিবাসী; **স-পালাঃ**—পালকগণ সহ; **হি**—সেই কারণে; **এতস্মৈ**—তাঁকে; **হরন্তি**—প্রদান করে; **বলিম্**—পূজার সামগ্রী; **আদৃতাঃ**—মহা আনন্দে।

অনুবাদ

ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্তা মহান দেবতাদের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবান পূজিত হন। তিনি যখন প্রসন্ন হন, তখন কোন কিছু লাভ করা আর অসম্ভব হয় না। সেই জন্য বিভিন্ন গ্রহলোকের পালক দেবতারা এবং সেই সমস্ত গ্রহলোকের অধিবাসীরা ভগবানকে সমস্ত প্রকার নৈবেদ্য নিবেদন করে মহা আনন্দ অনুভব করেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে সমগ্র বৈদিক সভ্যতার সারাংশ দেওয়া হয়েছে—এই গ্রহলোকের অথবা অন্য সমস্ত গ্রহলোকের সমস্ত জীবাত্মাদের উচিত তাদের কর্তব্য কর্মের দ্বারা

পরমেশ্বর ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করা। যখন ভগবান প্রসন্ন হন, তখন জীবনের সমস্ত প্রয়োজন আপনা থেকেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। বেদেও উল্লেখ করা হয়েছে—*একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্* (*কঠ উপনিষদ* ২/২/১৩)। বেদ থেকে আমরা জানতে পারি যে, ভগবান সকলের সমস্ত আবশ্যকতাগুলি পূর্ণ করেন, এবং আমরা বাস্তবিকভাবে দেখতে পাই যে, পশু-পক্ষী কীট-পতঙ্গ আদি নিম্ন স্তরের জীবেদের যদিও কোন রকম বৃত্তি বা পেশা নেই, তবুও খাদ্যাভাবে তাদের মৃত্যু হয় না। প্রকৃতির ব্যবস্থাপনায় তারা বেঁচে আছে এবং তাদের জীবনের আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন আদি সমস্ত আবশ্যকতাগুলি যথাযথভাবে পূর্ণ হচ্ছে।

মানব-সমাজ কিন্তু কৃত্রিমভাবে এক প্রকার সভ্যতা সৃষ্টি করেছে, যার ফলে তারা ভগবানের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের কথা বিস্মৃত হয়েছে। এমন কি আধুনিক সমাজে মানুষ ভগবানের কৃপা এবং আশীর্বাদের কথাও ভুলে গেছে। তার ফলে আধুনিক সভ্যতায় মানুষ সর্বদাই অসুখী এবং অভাবগ্রস্ত। জীবনের পরম উদ্দেশ্য যে শ্রীবিষ্ণুর শরণাগত হয়ে তাঁর সন্তুষ্টি বিধান করা, সেই কথা মানুষ জানে না। তারা জড়বাদী জীবনকেই সর্বস্ব বলে গ্রহণ করেছে এবং জড়-জাগতিক কার্যকলাপের দ্বারা মোহিত হয়ে পড়েছে। বাস্তবিকপক্ষে, তাদের নেতারা তাদের এই পথ অনুসরণ করতে সর্বদা অনুপ্রাণিত করছে, এবং ভগবানের নিয়ম সম্বন্ধে অজ্ঞ জনসাধারণ তাদের সেই সমস্ত অন্ধ নেতাদের অনুসরণ করে দুঃখ-দুর্দশায় জর্জরিত হচ্ছে। পৃথিবীর এই সঙ্কটজনক পরিস্থিতির সংশোধন করার জন্য প্রতিটি মানুষকে কৃষ্ণভাবনার অমৃতময় শিক্ষা লাভ করা উচিত এবং বর্ণাশ্রম পদ্ধতি অনুসারে আচরণ করা উচিত। রাষ্ট্রেরও কর্তব্য হচ্ছে সমস্ত মানুষ যাতে পরমেশ্বর ভগবানের প্রসন্নতা বিধানে তৎপর হয়, সেই সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন থাকা। সেটিই হচ্ছে রাষ্ট্রের প্রধান কর্তব্য। পরমেশ্বর ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করার মাধ্যমে সমস্ত সমস্যার সমাধানের সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা অবলম্বন করতে জনসাধারণকে অনুপ্রাণিত করার জন্যই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের শুরু হয়েছে।

শ্লোক ২১

তং সর্বলোকামরযজ্ঞসংগ্রহং
ত্রয়ীময়ং দ্রব্যময়ং তপোময়ম্ ।
যজ্ঞৈর্বিচিত্রৈর্যজতো ভবায় তে
রাজন্ স্বদেশাননুরোদ্ধুমর্হসি ॥ ২১ ॥

তম্—তাঁকে; **সর্ব-লোক**—সমস্ত লোকে; **অমর**—প্রধান দেবতাগণ সহ; **যজ্ঞ**—যজ্ঞ; **সংগ্রহম্**—যাঁরা গ্রহণ করেন; **ত্রয়ী-ময়ম্**—তিন বেদের সার; **দ্রব্য-ময়ম্**—সমস্ত দ্রব্যের স্বত্ত্বাধিকারী; **তপঃ-ময়ম্**—সমস্ত তপস্যার উদ্দেশ্য; **যজ্ঞৈঃ**—যজ্ঞের দ্বারা; **বিচিত্রৈঃ**—বিবিধ; **যজতঃ**—আরাধনা করে; **ভবায়**—উন্নতি সাধনের জন্য; **তে**—তোমার; **রাজন্**—হে রাজন্; **স্ব-দেশান্**—তোমার দেশবাসীরা; **অনুরোদ্ধুম্**—পরিচালিত করার জন্য; **অর্হসি**—তোমার উচিত।

অনুবাদ

হে রাজন্! সমস্ত গ্রহলোকে সমস্ত যজ্ঞফলের ভোক্তা হচ্ছেন প্রধান দেবতাগণ সহ পরমেশ্বর ভগবান। ভগবান তিন বেদের সার স্বরূপ, তিনিই সব কিছুর ঈশ্বর, এবং সমস্ত তপস্যার চরম লক্ষ্য। অতএব তোমার উন্নতির জন্য তোমার দেশবাসীদের বিভিন্ন প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা উচিত। বাস্তবিকপক্ষে তোমার কর্তব্য হচ্ছে সর্বদা যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার জন্য তাদের পরিচালিত করা।

শ্লোক ২২

যজ্ঞেন যুষ্মদ্বিষয়ে দ্বিজাতিভি-
র্বিতায়মানেন সুরাঃ কলা হরেঃ ।
সুইষ্টাঃ সুতুষ্টাঃ প্রদিশন্তি বাঞ্ছিতং
তদ্ধেলনং নার্হসি বীর চেষ্টিতুম্ ॥ ২২ ॥

যজ্ঞেন—যজ্ঞের দ্বারা; **যুষ্মৎ**—তোমার; **বিষয়ে**—রাজ্যে; **দ্বি-জাতিভিঃ**—ব্রাহ্মণদের দ্বারা; **বিতায়মানেন**—অনুষ্ঠিত হয়ে; **সুরাঃ**—সমস্ত দেবতারা; **কলাঃ**—অংশ; **হরেঃ**—ভগবানের; **সু-ইষ্টাঃ**—যথাযথভাবে পূজিত হয়ে; **সু-তুষ্টাঃ**—অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে; **প্রদিশন্তি**—প্রদান করবে; **বাঞ্ছিতম্**—অভিলষিত ফল; **তৎ-হেলনম্**—তাদের প্রতি অশ্রদ্ধা; **ন**—না; **অর্হসি**—তোমার উচিত; **বীর**—হে বীর; **চেষ্টিতুম্**—করতে।

অনুবাদ

যখন তোমার রাজ্যে সমস্ত ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞ অনুষ্ঠানে ব্রতী হবেন, তখন ভগবানের অংশ-সম্ভূত দেবতারা তাঁদের কার্যকলাপের দ্বারা অত্যন্ত প্রসন্ন হবেন এবং তোমার অভিলষিত ফল তাঁরা প্রদান করবেন। অতএব, হে বীর! যজ্ঞ অনুষ্ঠান বন্ধ করো না। তুমি যদি তা বন্ধ কর, তা হলে দেবতাদের অবজ্ঞা করা হবে।

শ্লোক ২৩

বেণ উবাচ

বালিশা বত যূয়ং বা অধর্মে ধর্মমানিনঃ ।
যে বৃত্তিদং পতিং হিত্বা জারং পতিমুপাসতে ॥ ২৩ ॥

বেণঃ—রাজা বেণ; **উবাচ**—উত্তর দিলেন; **বালিশাঃ**—অজ্ঞ; **বত**—আহা; **যূয়ম্**—তোমরা সকলে; **বা**—বাস্তবিকপক্ষে; **অধর্মে**—ধর্মবিরোধী কার্যে; **ধর্ম-মানিনঃ**—ধর্ম বলে মনে করে; **যে**—তোমরা সকলে; **বৃত্তিদম্**—পালনকারী; **পতিম্**—পতিকে; **হিত্বা**—পরিত্যাগ করে; **জারম্**—উপপতি; **পতিম্**—পতিকে; **উপাসতে**— ভজনা করে।

অনুবাদ

রাজা বেণ উত্তর দিল—তোমরা সকলেই নিতান্তই অজ্ঞ। তোমরা যে অধর্মকে ধর্ম বলে মনে করেছ, তা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। তোমাদের অবস্থা বস্তুত পালন-পোষণকারী পতিকে পরিত্যাগ করে উপপতিকে অন্বেষণকারী স্ত্রীর মতো।

তাৎপর্য

রাজা বেণ এতই মূর্খ ছিল যে, সে মহান ঋষিদেরকে শিশুর মতো অনভিজ্ঞ বলে দোষারোপ করেছিল। অর্থাৎ, সে দোষারোপ করেছিল যে, তাঁদের প্রকৃত জ্ঞান নেই। এইভাবে সে তাঁদের বিরুদ্ধে দোষারোপ করে, তাঁদের উপদেশ প্রত্যাখ্যান করেছিল। অন্নদাতা পতিকে পরিত্যাগ করে পরপুরুষের প্রতি আসক্ত স্ত্রীর সঙ্গে সে তাঁদের তুলনা করেছিল। এই তুলনাটির উদ্দেশ্য অত্যন্ত স্পষ্ট। ক্ষত্রিয়দের কর্তব্য হচ্ছে ব্রাহ্মণদের বিভিন্ন প্রকার ধর্ম অনুষ্ঠানে যুক্ত করা, এবং সেই জন্য রাজাকে ব্রাহ্মণদের পালক বলে মনে করা হয়। ব্রাহ্মণেরা যদি রাজার পূজা না করে, অন্য দেবতাদের কাছে যায়, তা হলে তারা অসতী স্ত্রীর মতো কলুষিত।

শ্লোক ২৪

অবজানন্ত্যমী মূঢ়া নৃপরূপিণমীশ্বরম্ ।
নানুবিন্দন্তি তে ভদ্রমিহ লোকে পরত্র চ ॥ ২৪ ॥

অবজানন্তি—অবজ্ঞা করে; **অমী**—যারা; **মূঢ়াঃ**—জ্ঞানহীন; **নৃপ-রূপিণম্**—রাজারূপী; **ঈশ্বরম্**—ভগবান; **ন**—না; **অনুবিন্দন্তি**—অনুভব করে; **তে**—তারা; **ভদ্রম্**—সুখ; **ইহ**—এই; **লোকে**—জগতে; **পরত্র**—মৃত্যুর পর; **চ**—ও।

অনুবাদ

যারা ঘোর অজ্ঞানতাবশত রাজারূপী ভগবানের পূজা করে না, তারা ইহলোকে এবং পরলোকে সুখ অনুভব করতে পারে না।

শ্লোক ২৫

কো যজ্ঞপুরুষো নাম যত্র বো ভক্তিরীদৃশী ।
ভর্তৃস্নেহবিদূরাণাং যথা জারে কুযোষিতাম্ ॥ ২৫ ॥

কঃ—কে; **যজ্ঞ-পুরুষঃ**—সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা; **নাম**—নামক; **যত্র**—যাকে; **বঃ**—তোমার; **ভক্তিঃ**—ভক্তি; **ঈদৃশী**—এতই মহান; **ভর্তৃ**—পতির জন্য; **স্নেহ**—অনুরাগ; **বিদূরাণাম্**—রহিত; **যথা**—যেমন; **জারে**—উপপতিকে; **কু-যোষিতাম্**—কুলটা স্ত্রীর।

অনুবাদ

তোমরা দেবতাদের প্রতি এত অনুরক্ত, কিন্তু তাঁরা কে? দেবতাদের প্রতি তোমাদের এই প্রীতি বস্তুতই কুলটা স্ত্রীর বিবাহিত জীবন উপেক্ষা করে, উপপতির প্রতি অনুরক্ত হওয়ার মতো।

শ্লোক ২৬-২৭

বিষ্ণুর্বিরিঞ্চো গিরিশ ইন্দ্রো বায়ুর্যমো রবিঃ ।
পর্জন্যো ধনদঃ সোমঃ ক্ষিতিরগ্নিরপাম্পতিঃ ॥ ২৬ ॥
এতে চান্যে চ বিবুধাঃ প্রভবো বরশাপয়োঃ ।
দেহে ভবন্তি নৃপতেঃ সর্বদেবময়ো নৃপঃ ॥ ২৭ ॥

বিষ্ণুঃ—শ্রীবিষ্ণু; **বিরিঞ্চঃ**—শ্রীব্রহ্মা; **গিরিশঃ**—শ্রীশিব; **ইন্দ্রঃ**—ইন্দ্র; **বায়ুঃ**—পবনদেব; **যমঃ**—যম; **রবিঃ**—সূর্যদেব; **পর্জন্যঃ**—বৃষ্টির দেবতা; **ধন-দঃ**—কুবের; **সোমঃ**—চন্দ্রদেব; **ক্ষিতিঃ**—পৃথিবীর দেবতা; **অগ্নিঃ**—অগ্নিদেব; **অপাম্-পতিঃ**—

জলের দেবতা বরুণ; **এতে**—এরা সকলে; **চ**—এবং; **অন্যে**—অন্যরা; **চ**—ও; **বিবুধাঃ**—দেবতারা; **প্রভবঃ**—সমর্থ; **বর-শাপয়োঃ**—বর এবং শাপ; **দেহে**—শরীরে; **ভবন্তি**—বিরাজ করে; **নৃপতেঃ**—রাজার; **সর্ব-দেবময়ঃ**—সমস্ত দেবতা-সমন্বিত; **নৃপঃ**—রাজা।

অনুবাদ

শ্রীবিষ্ণু, ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র, বায়ু, যম, সূর্যদেব, পর্জন্য, কুবের, চন্দ্রদেব, পৃথিবী, অগ্নি, বরুণ, এবং অন্য সকলে, যারা শাপ ও বর প্রদান করতে পারে, এরা সকলেই রাজার দেহে অধিষ্ঠান করে। তাই রাজাকে সর্বদেবময় বলা হয়। অতএব এরা সকলেই রাজার এই শরীরের অংশ।

তাৎপর্য

এই রকম অনেক অসুর রয়েছে, যারা নিজেদের সূর্য, চন্দ্র এবং অন্যান্য সমস্ত গ্রহদের পরিচালনাকারী পরম ঈশ্বর বলে মনে করে। এর কারণ হচ্ছে তাদের অহঙ্কার। তেমনই, রাজা বেণ এই আসুরিক মনোভাব গ্রহণ করেছিল এবং নিজেকে পরমেশ্বর ভগবান বলে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। এই কলিযুগে এই প্রকার অসুরদের সংখ্যা গুনে শেষ করা যায় না, এবং তারা সকলেই মহান ঋষি ও মহাত্মাদের দ্বারা ধিক্কৃত হয়েছে।

শ্লোক ২৮

তস্মান্মাং কর্মভির্বিপ্রা যজধ্বং গতমৎসরাঃ ।
বলিং চ মহ্যং হরত মত্তোঽন্যঃ কোঽগ্রভুক্‌পুমান্ ॥ ২৮ ॥

তস্মাৎ—সেই কারণে; **মাম্**—আমাকে; **কর্মভিঃ**—কর্ম অনুষ্ঠানের দ্বারা; **বিপ্রাঃ**—হে ব্রাহ্মণগণ; **যজধ্বম্**—পূজা কর; **গত**—বিনা; **মৎসরাঃ**—ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে; **বলিম্**—পূজার সামগ্রী; **চ**—ও; **মহ্যম্**—আমাকে; **হরত**—সমর্পণ কর; **মত্তঃ**—আমার থেকে; **অন্যঃ**—অন্য; **কঃ**—কে; **অগ্র-ভুক্**—প্রথম নৈবেদ্যের ভোক্তা; **পুমান্**—পুরুষ।

অনুবাদ

রাজা বেণ বলল—অতএব হে বিপ্রগণ! তোমরা আমার প্রতি মৎসরতা পরিত্যাগ করে, তোমাদের অনুষ্ঠিত কার্যকলাপের দ্বারা আমার পূজা কর এবং আমার উদ্দেশ্যে সব কিছু নিবেদন কর। তোমরা যদি বুদ্ধিমান হও, তা হলে বুঝতে

পারবে যে, আমার থেকে শ্রেষ্ঠ কেউ নেই, যে সমস্ত যজ্ঞের অগ্রভাগ গ্রহণ করতে পারে।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় সর্বত্র শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ সত্য আর কিছু নেই। রাজা বেণ অহঙ্কারে মত্ত হয়ে ভগবানের অনুকরণ করে, নিজেকেই ভগবান বলে জাহির করার চেষ্টা করছিল। এইগুলি হচ্ছে আসুরিক-ভাবাপন্ন ব্যক্তির লক্ষণ।

শ্লোক ২৯

মৈত্রেয় উবাচ

ইত্থং বিপর্যয়মতিঃ পাপীয়ানুৎপথং গতঃ ।
অনুনীয়মানস্তদ্‌যাচ্ঞাং ন চক্রে ভ্রষ্টমঙ্গলঃ ॥ ২৯ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মৈত্রেয় বললেন; **ইত্থম্**—এইভাবে; **বিপর্যয়-মতিঃ**—যার বুদ্ধি ভ্রান্ত হয়েছে; **পাপীয়ান্**—অত্যন্ত পাপী; **উৎপথম্**—সৎ পথ থেকে; **গতঃ**—চলে গিয়ে; **অনুনীয়মানঃ**—সর্বপ্রকারে সম্মানিত হয়ে; **তৎ-যাচ্ঞাম্**—ঋষিদের অনুরোধ; **ন**—না; **চক্রে**—স্বীকার করেছিল; **ভ্রষ্ট**—রহিত; **মঙ্গলঃ**—সর্ব প্রকার শুভ।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—তার পাপকর্মের ফলে এবং সন্মার্গ থেকে ভ্রষ্ট হওয়ার ফলে, রাজা বেণ মতিচ্ছন্ন হয়েছিল এবং সর্বপ্রকার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। মহর্ষিরা গভীর সম্মান সহকারে তাকে যে অনুরোধ করেছিলেন, তা সে গ্রহণ করতে পারেনি এবং তার ফলে সে ধিক্কৃত হয়েছিল।

তাৎপর্য

অসুরেরা মহাজনদের বাণীর প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে তারা গুরুজনদের প্রতি সর্বদা অশ্রদ্ধাপরায়ণ। তারা নিজেদের মনগড়া ধর্ম সৃষ্টি করে ব্যাস, নারদ আদি মহাত্মাদের এমন কি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পর্যন্ত অবজ্ঞা করে। গুরুজনদের অমান্য করা মাত্রই মানুষ অত্যন্ত পাপী হয়ে যায় এবং তাদের সমস্ত সৌভাগ্য হারিয়ে ফেলে। রাজা এতই দাম্ভিক এবং অহঙ্কারী ছিল যে, সে মহাত্মাদের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করার সাহস করেছিল, এবং তার ফলে সে তার সর্বনাশ ডেকে এনেছিল।

শ্লোক ৩০

ইতি তেঽসৎকৃতাস্তেন দ্বিজাঃ পণ্ডিতমানিনা ।
ভগ্নায়াং ভব্যযাচ্ঞায়াং তস্মৈ বিদুর চুক্রুধুঃ ॥ ৩০ ॥

ইতি—এইভাবে; **তে**—সেই সমস্ত মহর্ষিরা; **অসৎ-কৃতাঃ**—অবমানিত হয়ে; **তেন**—রাজার দ্বারা; **দ্বিজাঃ**—ব্রাহ্মণগণ; **পণ্ডিত-মানিনা**—নিজেকে মস্ত বড় পণ্ডিত বলে মনে করে; **ভগ্নায়াম্**—ভগ্ন হয়ে; **ভব্য**—মঙ্গলজনক; **যাচ্ঞায়াম্**—তাদের অনুরোধ; **তস্মৈ**—তাকে; **বিদুর**—হে বিদুর; **চুক্রুধুঃ**—অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন।

অনুবাদ

হে বিদুর! তোমার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল হোক। সেই মূর্খ রাজা নিজেকে মস্ত বড় পণ্ডিত বলে মনে করে এইভাবে সেই মহর্ষিদের অপমান করেছিল, এবং রাজার বাক্যে মর্মাহত হয়ে তাঁরা তার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন।

শ্লোক ৩১

হন্যতাং হন্যতামেষ পাপঃ প্রকৃতিদারুণঃ ।
জীবঞ্জগদসাবাশু কুরুতে ভস্মসাদ্ ধ্রুবম্ ॥ ৩১ ॥

হন্যতাম্—হত্যা কর; **হন্যতাম্**—হত্যা কর; **এষঃ**—এই রাজাকে; **পাপঃ**—পাপিষ্ঠ; **প্রকৃতি**—স্বভাবত; **দারুণঃ**—অত্যন্ত ভয়ঙ্কর; **জীবন্**—জীবিত থাকা কালে; **জগৎ**—সারা পৃথিবী; **অসৌ**—সে; **আশুঃ**—অতি শীঘ্র; **কুরুতে**—করবে; **ভস্মসাৎ**—ভস্মীভূত; **ধ্রুবম্**—নিশ্চিতভাবে।

অনুবাদ

সমস্ত মহান ঋষিগণ তখন গর্জন করে বলেছিলেন—একে সংহার কর! একে সংহার কর! এ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও পাপী। এ যদি বেঁচে থাকে, তা হলে অবশ্যই সে সারা পৃথিবীকে অতি শীঘ্রই ভস্মসাৎ করবে।

তাৎপর্য

সাধুরা সাধারণত সমস্ত জীবেদের প্রতিই অত্যন্ত দয়ালু, কিন্তু যখন কোন সাপ অথবা বিছাকে মারা হয়, তখন তাঁরা দুঃখিত হন না। সাধুদের পক্ষে কাউকে

হত্যা করা ঠিক নয়, কিন্তু অসুররা, যারা সাপ অথবা বিছার মতো, প্রয়োজন হলে তাদের হত্যা করতে তাঁদের উৎসাহিত করা হয়েছে। তাই সমস্ত ঋষিরা রাজা বেণকে হত্যা করতে স্থির করেছিলেন, সে ছিল সমগ্র মানব-সমাজের পক্ষে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। এখানে আমরা দেখতে পাই, ঋষিরা রাজাকে কতখানি নিয়ন্ত্রণ করতেন। রাজা অথবা সরকার যদি আসুরিক হয়ে যায়, তা হলে সাধুদের কর্তব্য সেই সরকারের উচ্ছেদ করে উপযুক্ত ব্যক্তিদের সেই পদে অভিষিক্ত করা, যাঁরা সাধু-মহাত্মাদের নির্দেশ এবং উপদেশ পালন করেন।

শ্লোক ৩২

নায়মর্হত্যসদ্বৃত্তো নরদেববরাসনম্ ।
যোঽধিযজ্ঞপতিং বিষ্ণুং বিনিন্দত্যনপত্রপঃ ॥ ৩২ ॥

ন—কখনই না; **অয়ম্**—এই ব্যক্তি; **অর্হতি**—যোগ্য; **অসৎ-বৃত্তঃ**—দুরাচারী; **নর-দেব**—পৃথিবীর রাজা অথবা দেবতার; **বর-আসনম্**—শ্রেষ্ঠ সিংহাসন; **যঃ**—যিনি; **অধিযজ্ঞ-পতিম্**—সমস্ত যজ্ঞের প্রভু; **বিষ্ণুম্**—ভগবান শ্রীবিষ্ণু; **বিনিন্দতি**—অপমান করে; **অন্-অপত্রপঃ**—নির্লজ্জ।

অনুবাদ

ঋষিরা বললেন—এই দুরাচারী দাম্ভিক ব্যক্তিটির রাজসিংহাসনে বসার কোন যোগ্যতা নেই। সে এমনই নির্লজ্জ যে, ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে পর্যন্ত অপমান করার দুঃসাহস করে।

তাৎপর্য

কখনই ভগবান শ্রীবিষ্ণু এবং তাঁর ভক্তদের নিন্দা ও অপমান সহ্য করা উচিত নয়। ভক্তরা সাধারণত অত্যন্ত বিনীত এবং শান্ত, তাঁরা কখনও কারও সঙ্গে ঝগড়া করতে চান না। তাঁরা কারও প্রতি ঈর্ষাও করেন না। কিন্তু, শুদ্ধ ভক্ত যখন দেখেন যে, কেউ বিষ্ণু অথবা বৈষ্ণবকে অপমান করছে, তৎক্ষণাৎ তিনি ক্রোধে জ্বলন্ত অগ্নির মতো হয়ে ওঠেন। এটি ভক্তের কর্তব্য। ভক্ত যদিও অত্যন্ত শান্ত এবং বিনীত, তবুও তিনি যদি ভগবান অথবা তাঁর ভক্তের নিন্দা শ্রবণ করে নীরব থাকেন, তা হলে সেটি তাঁর একটি মস্ত বড় ত্রুটি।

শ্লোক ৩৩

কো বৈনং পরিচক্ষীত বেণমেকমৃতেঽশুভম্ ।
প্রাপ্ত ঈদৃশমৈশ্বর্যং যদনুগ্রহভাজনঃ ॥ ৩৩ ॥

কঃ—কে; **বা**—নিঃসন্দেহে; **এনম্**—ভগবান; **পরিচক্ষীত**—নিন্দা করবে; **বেণম্**—রাজা বেণ; **একম্**—একাকী; **ঋতে**—বিনা; **অশুভম্**—অমঙ্গল; **প্রাপ্তঃ**—প্রাপ্ত হয়ে; **ঈদৃশম্**—এই প্রকার; **ঐশ্বর্যম্**—ঐশ্বর্য; **যৎ**—যার; **অনুগ্রহ**—কৃপা; **ভাজনঃ**—পাত্র।

অনুবাদ

যে-ভগবানের কৃপাভাজন হয়ে এই ব্যক্তি সমগ্র সৌভাগ্য এবং এই প্রকার ঐশ্বর্য লাভ করে, মূর্তিমান পাপসদৃশ রাজা বেণ ছাড়া, আর কেই বা সেই ভগবানের নিন্দা করতে পারে?

তাৎপর্য

যখন মানব-সমাজ ব্যষ্টিরূপে বা সমষ্টিরূপে ভগবৎ-বিহীন হয়ে যায় এবং ভগবানের নিন্দা করে, তখন বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। ভগবানের কৃপা অস্বীকার করার ফলে, এই প্রকার সভ্যতা সব রকম দুর্ভাগ্য ডেকে আনে।

শ্লোক ৩৪

ইত্থং ব্যবসিতা হন্তুমৃষয়ো রূঢ়মন্যবঃ ।
নিজঘ্নুর্হুঙ্কৃতৈর্বেণং হতমচ্যুতনিন্দয়া ॥ ৩৪ ॥

ইত্থম্—এইভাবে; **ব্যবসিতাঃ**—স্থির করে; **হন্তুম্**—হত্যা করতে; **ঋষয়ঃ**—ঋষিগণ; **রূঢ়**—প্রকাশ করেছিলেন; **মন্যবঃ**—তাঁদের ক্রোধ; **নিজঘ্নুঃ**—তাঁরা হত্যা করেছিলেন; **হুম্-কৃতৈঃ**—হুঙ্কার ধ্বনি করে; **বেণম্**—রাজা বেণকে; **হতম্**—মৃত; **অচ্যুত**—ভগবানের বিরুদ্ধে; **নিন্দয়া**—নিন্দার দ্বারা।

অনুবাদ

ঋষিরা এইভাবে তাঁদের আচ্ছাদিত ক্রোধ প্রকাশ করে, তৎক্ষণাৎ রাজা বেণকে হত্যা করতে স্থির করেছিলেন। পরমেশ্বর ভগবানের নিন্দা করার ফলে, রাজা বেণ পূর্বেই হত হয়েছিল। এইভাবে কোন প্রকার অস্ত্র প্রয়োগ না করে, ঋষিরা কেবল হুঙ্কার ধ্বনির দ্বারা রাজা বেণকে সংহার করেছিলেন।

শ্লোক ৩৫

ঋষিভিঃ স্বাশ্রমপদং গতে পুত্রকলেবরম্ ।
সুনীথা পালয়ামাস বিদ্যাযোগেন শোচতী ॥ ৩৫ ॥

ঋষিভিঃ—ঋষিদের দ্বারা; **স্ব-আশ্রম-পদম্**—তাঁদের নিজ নিজ আশ্রমে; **গতে**—প্রত্যাবর্তন করে; **পুত্র**—পুত্রের; **কলেবরম্**—দেহ; **সুনীথা**—সুনীথা, রাজা বেণের মাতা; **পালয়াম্-আস**—রক্ষা করেছিলেন; **বিদ্যা-যোগেন**—মন্ত্র এবং উপাদানের দ্বারা; **শোচতী**—শোক করতে করতে।

অনুবাদ

তার পর ঋষিরা নিজ নিজ আশ্রমে প্রস্থান করেছিলেন। বেণ-জননী সুনীথা তখন তাঁর পুত্রের মৃত্যুতে অত্যন্ত কাতর হয়েছিলেন। তিনি তাঁর পুত্রের মৃতদেহ বিশেষ উপাদানের প্রয়োগের দ্বারা এবং মন্ত্রের দ্বারা (মন্ত্র-যোগেন) সংরক্ষণ করতে স্থির করেছিলেন।

শ্লোক ৩৬

একদা মুনয়স্তে তু সরস্বৎসলিলাপ্লুতাঃ ।
হুত্বাগ্নীন্ সৎকথাশ্চক্রুরুপবিষ্টাঃ সরিত্তটে ॥ ৩৬ ॥

একদা—এক সময়; **মুনয়ঃ**—সেই মহর্ষিগণ; **তে**—তারা; **তু**—তখন; **সরস্বৎ**—সরস্বতী নদীর; **সলিল**—জলে; **আপ্লুতাঃ**—স্নান করেছিলেন; **হুত্বা**—আহুতি প্রদান করে; **অগ্নীন্**—অগ্নিতে; **সৎ-কথাঃ**—চিন্ময় বিষয়ের আলোচনা; **চক্রুঃ**—করতে শুরু করেছিলেন; **উপবিষ্টাঃ**—উপবেশন করে; **সরিৎ-তটে**—নদীর তীরে।

অনুবাদ

এক সময় সেই মহাত্মাগণ সরস্বতী নদীতে স্নান করে, এবং যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি প্রদান করে, তাঁদের দৈনন্দিন কৃত্য অনুষ্ঠান করেছিলেন। তার পর, নদীর তটে উপবেশন করে, তাঁরা চিন্ময় ভগবানের লীলা আলোচনা করতে শুরু করেছিলেন।

শ্লোক ৩৭

বীক্ষ্যোত্থিতাংস্তদোৎপাতানাহুর্লোকভয়ঙ্করান্ ।
অপ্যভদ্রমনাথায়া দস্যুভ্যো ন ভবেদ্ধ্রুবঃ ॥ ৩৭ ॥

বীক্ষ্য—দর্শন করে; **উত্থিতান্**—উৎপন্ন হয়েছে; **তদা**—তখন; **উৎপাতান্**—উপদ্রব; **আহুঃ**—তাঁরা বলতে লাগলেন; **লোক**—সমাজে; **ভয়ঙ্করান্**—ভীতি উৎপাদনকারী; **অপি**—কি; **অভদ্রম্**—দুর্ভাগ্য; **অনাথায়াঃ**—শাসক-রহিত; **দস্যুভ্যঃ**—দস্যু-তস্কর থেকে; **ন**—না; **ভবেৎ**—হতে পারে; **ভুবঃ**—পৃথিবীর।

অনুবাদ

সেই সময় রাজ্যে নানা প্রকার উপদ্রব হওয়ার ফলে, সমাজে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছিল। তাই সেই ঋষিরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে শুরু করেছিলেন—যেহেতু রাজার মৃত্যু হয়েছে এবং পৃথিবীকে রক্ষা করার মতো কেউ নেই, তাই হয়তো দস্যু-তস্করদের প্রভাবে প্রজারা সঙ্কটাপন্ন হতে পারে।

তাৎপর্য

রাজ্যে যখন উপদ্রব হয় অথবা আতঙ্কের সৃষ্টি হয়, তখন প্রজাদের সম্পত্তি এবং জীবনের নিরাপত্তা থাকে না। দস্যু-তস্করদের প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে, সেই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। সেই পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে, বুঝতে হবে যে, শাসক অথবা সরকার মৃত। রাজা বেণের মৃত্যুর ফলে এই সমস্ত সঙ্কট দেখা দিয়েছিল। তাই ঋষিরা জনসাধারণের নিরাপত্তার ব্যাপারে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়েছিলেন। এই দৃষ্টান্তটি থেকে বোঝা যায় যে, রাজনৈতিক ব্যাপারে যদিও সাধুরা সাধারণত হস্তক্ষেপ করেন না, তবুও তাঁরা সর্বদা জনসাধারণের প্রতি অত্যন্ত কৃপাপরবশ। তাই সমাজ থেকে সর্বদা দূরে থাকলেও, জনসাধারণের প্রতি তাঁদের করুণা এবং অনুকম্পার ফলে, তাঁরা বিবেচনা করেন কিভাবে মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে তাদের কৃত্য কর্ম অনুষ্ঠান করে বর্ণাশ্রম ধর্ম অনুসরণ করতে পারে। সেটি ছিল এই সমস্ত ঋষিদের চিন্তার বিষয়। এই কলিযুগে সব কিছুই বিশৃঙ্খলা এবং অশান্তিতে পূর্ণ। তাই সাধুদের কর্তব্য হচ্ছে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা, যা শাস্ত্রে অনুমোদিত হয়েছে—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং ।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

পারমার্থিক এবং জাগতিক, উভয় প্রকার উন্নতি সাধনের জন্যই, সকলের কর্তব্য হচ্ছে ভক্তিভরে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা।

শ্লোক ৩৮

এবং মৃশন্ত ঋষয়ো ধাবতাং সর্বতোদিশম্ ।
পাংসুঃ সমুত্থিতো ভূরিশ্চোরাণামভিলুম্পতাম্ ॥ ৩৮ ॥

এবম্—এইভাবে; **মৃশন্তঃ**—যখন বিবেচনা করছিলেন; **ঋষয়ঃ**—ঋষিগণ; **ধাবতাম্**—ধাবিত হচ্ছিল; **সর্বতঃ-দিশম্**—সর্বদিকে; **পাংসুঃ**—ধূলি; **সমুত্থিতঃ**—উত্থিত হয়েছিল; **ভূরিঃ**—অত্যন্ত; **চোরাণাম্**—চোরদের; **অভিলুম্পতাম্**—লুণ্ঠন কার্যে রত।

অনুবাদ

মহান ঋষিরা যখন এইভাবে আলোচনা করছিলেন, তখন তাঁরা দেখলেন যে, সর্বদিকে এক ধূলির ঝড় উত্থিত হয়েছে। নাগরিকদের লুণ্ঠনে রত দস্যু-তস্করদের চতুর্দিকে ধাবিত হওয়ার ফলে এই ঝড় উঠেছিল।

তাৎপর্য

চোর এবং বদমাশেরা জনসাধারণকে লুণ্ঠন করার জন্য রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার সুযোগের প্রতীক্ষা করে। দস্যু-তস্করদের নিরস্ত করার জন্য বলিষ্ঠ শাসন-ব্যবস্থার প্রয়োজন।

শ্লোক ৩৯-৪০

তদুপদ্রবমাজ্ঞায় লোকস্য বসু লুম্পতাম্ ।
ভর্তর্যুপরতে তস্মিন্নন্যোন্যং চ জিঘাংসতাম্ ॥ ৩৯ ॥
চৌরপ্রায়ং জনপদং হীনসত্ত্বমরাজকম্ ।
লোকান্নাবারয়ঞ্ছক্তা অপি তদ্দোষদর্শিনঃ ॥ ৪০ ॥

তৎ—সেই সময়; **উপদ্রবম্**—উপদ্রব; **আজ্ঞায়**—বুঝতে পেরে; **লোকস্য**—জনসাধারণের; **বসু**—ধন-সম্পত্তি; **লুম্পতাম্**—লুণ্ঠনকারীদের দ্বারা; **ভর্তরি**—রক্ষক; **উপরতে**—মৃত হওয়ার ফলে; **তস্মিন্**—রাজা বেণ; **অন্যোন্যাম্**—পরস্পর; **চ**—ও; **জিঘাংসতাম্**—সংহার করার বাসনায়; **চোর-প্রায়ম্**—চোরদের দ্বারা পূর্ণ; **জনপদম্**—রাজ্য; **হীন**—বিহীন; **সত্ত্বম্**—নিয়ম; **অরাজকম্**—রাজারহিত; **লোকান্**—দস্যু-তস্কর; **ন**—না; **অবারয়ন্**—তারা দমন করেছিল; **শক্তাঃ**—করতে সক্ষম; **অপি**—যদিও; **তৎ-দোষ**—তার দোষ; **দর্শিনঃ**—বিবেচনা করে।

অনুবাদ

সেই ধূলির ঝড় দর্শন করে ঋষিরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, রাজা বেণের মৃত্যুর ফলে, মহা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছে। শাসক না থাকার ফলে, রাজ্য আইন ও শৃঙ্খলা-রহিত হয়েছে, এবং তার ফলে ভয়ঙ্কর দস্যু-তস্করদের প্রাবল্য দেখা দিয়েছে, যারা প্রজাদের ধন-সম্পদ হরণ করছে। সেই মহান ঋষিরা যদিও তাঁদের নিজেদের শক্তির দ্বারা সেই উপদ্রব উপশম করতে পারতেন—ঠিক যেভাবে তাঁরা রাজা বেণকে সংহার করেছিলেন—তবুও তাঁরা তা করা অনুচিত বলে বিবেচনা করেছিলেন। তাই তাঁরা সেই উপদ্রব বন্ধ করার চেষ্টা করেননি।

তাৎপর্য

সেই সমস্ত ঋষি এবং মহাত্মারা সঙ্কটকালে রাজা বেণকে সংহার করেছিলেন, কিন্তু রাজা বেণের মৃত্যুর পর, দস্যু-তস্করদের প্রাবল্য দমন করার জন্য, তাঁরা রাজকার্যে অংশ গ্রহণ করতে চাননি। হত্যা করা ব্রাহ্মণ এবং সাধুদের কার্য নয়, যদিও তাঁরা বিশেষ জরুরী অবস্থায় কখনও কখনও তা করতে পারেন। তাঁরা তাঁদের মন্ত্র শক্তির প্রভাবে সেই সমস্ত দস্যু-তস্করদের সংহার করতে পারতেন, কিন্তু তাঁরা বিবেচনা করেছিলেন যে, সেটি হচ্ছে ক্ষত্রিয় রাজাদের কর্তব্য। তাই তাঁরা হত্যাকার্যে অংশ গ্রহণ করতে চাননি।

শ্লোক ৪১

ব্রাহ্মণঃ সমদৃক্ শান্তো দীনানাং সমুপেক্ষকঃ ।
স্রবতে ব্রহ্ম তস্যাপি ভিন্নভাণ্ডাৎপয়ো যথা ॥ ৪১ ॥

ব্রাহ্মণঃ—ব্রাহ্মণ; **সম-দৃক্**—সমদর্শী; **শান্তঃ**—শান্তিপ্রিয়; **দীনানাম্**—দরিদ্র; **সমুপেক্ষকঃ**—সর্বতোভাবে উপেক্ষা করে; **স্রবতে**—ক্ষয় হয়; **ব্রহ্ম**—আধ্যাত্মিক শক্তি; **তস্য**—তার; **অপি**—নিশ্চিতভাবে; **ভিন্ন-ভাণ্ডাৎ**—ভগ্নপাত্র থেকে; **পয়ঃ**—জল; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

মহান ঋষিরা বিবেচনা করলেন যে, ব্রাহ্মণ যদিও শান্তিপ্রিয় এবং সকলের প্রতি সমদর্শী হওয়ার ফলে নিরপেক্ষ, তবুও দীনজনদের অবহেলা করা তাঁর কর্তব্য নয়। এই প্রকার অবহেলার ফলে, ব্রাহ্মণের ব্রহ্মতেজ ক্ষয় হয়, ঠিক যেমন একটি ভগ্নপাত্র থেকে জল ঝরে পড়ে।

তাৎপর্য

মানব সমাজের সর্বোচ্চ শ্রেণীর মানুষ ব্রাহ্মণেরা সাধারণত ভগবদ্ভক্ত। তাঁরা সর্বদা পারমার্থিক উন্নতি সাধনের কার্যকলাপে যুক্ত থাকার ফলে, জড়-জাগতিক বিষয়ে সাধারণত উদাসীন থাকেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও যখন মানব-সমাজে সঙ্কট দেখা দেয়, তখন তাঁরা নিরপেক্ষ থাকতে পারেন না। মানব-সমাজের সঙ্কটজনক অবস্থার সংশোধনের জন্য তাঁরা যদি কিছু না করেন, তা হলে বলা হয় যে, সেই প্রকার অবহেলার ফলে তাঁদের আধ্যাত্মিক জ্ঞানের ক্ষয় হয়। প্রায় সমস্ত ঋষিরাই তাঁদের ব্যক্তিগত লাভের জন্য হিমালয় পর্বতে যান, কিন্তু প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন যে, তিনি তাঁর নিজের মুক্তি চান না। তিনি এই পৃথিবীর সমস্ত অধঃপতিত জীবেদের উদ্ধার করতে সক্ষম না হওয়া পর্যন্ত, অপেক্ষা করবেন বলে স্থির করেছিলেন।

উন্নত স্তরের ব্রাহ্মণদের বলা হয় বৈষ্ণব। দুই প্রকার যোগ্য ব্রাহ্মণ রয়েছে—যথা, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত এবং ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব। যোগ্য ব্রাহ্মণ স্বভাবতই অত্যন্ত বিদ্বান, কিন্তু যখন তাঁর জ্ঞানের উন্নতির ফলে তিনি পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে পারেন, তখন তিনি ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব হন। বৈষ্ণব না হওয়া পর্যন্ত, ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির সিদ্ধি অপূর্ণ থাকে।

ঋষিরা অত্যন্ত বিচক্ষণতা সহকারে বিবেচনা করেছিলেন যে, রাজা বেণ যদিও অত্যন্ত পাপিষ্ঠ ছিল, তবুও সে ছিল ধ্রুব মহারাজের বংশোদ্ভূত। তাই সেই বংশের বীর্য ভগবান কেশবের দ্বারাই সংরক্ষিত হবে। ঋষিরা সেই পরিস্থিতির সংশোধনের জন্য হস্তক্ষেপ করতে চেয়েছিলেন। রাজার অভাবে সব কিছুই বিশৃঙ্খল এবং বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিল।

শ্লোক ৪২

নাঙ্গস্য বংশো রাজর্ষেরেষ সংস্থাতুমর্হতি ।
অমোঘবীর্যা হি নৃপা বংশেঽস্মিন্ কেশবাশ্রয়াঃ ॥ ৪২ ॥

ন—না; **অঙ্গস্য**—রাজা অঙ্গের; **বংশঃ**—বংশ; **রাজ-ঋষেঃ**—রাজর্ষির; **এষঃ**—এই; **সংস্থাতুম্**—নাশ করা; **অর্হতি**—উচিত; **অমোঘ**—নিষ্পাপ, শক্তিশালী; **বীর্যাঃ**—তাঁদের বীর্য; **হি**—যেহেতু; **নৃপাঃ**—রাজারা; **বংশে**—বংশে; **অস্মিন্**—এই; **কেশব**—ভগবানের; **আশ্রয়াঃ**—আশ্রয়ে।

অনুবাদ

ঋষিরা বিবেচনা করেছিলেন যে, রাজর্ষি অঙ্গের এই বংশ একেবারে ধ্বংস হওয়া উচিত নয়, কারণ এই বংশের বীর্য অত্যন্ত শক্তিশালী এবং এই বংশের সন্তানেরা ভগবদ্ভক্তি পরায়ণ হয়।

তাৎপর্য

বংশক্রমের শুদ্ধতাকে বলা হয় *অমোঘ-বীর্য* । দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য বংশের পবিত্র বীর্য-পরম্পরা শুদ্ধ রাখার জন্য, গর্ভাধান সংস্কার থেকে শুরু করে যতগুলি সংস্কার রয়েছে, সেইগুলি সন্তান ধারণের পূর্বে পালন করা উচিত। এই সংস্কারের বিধি যদি কঠোরভাবে পালন করা না হয়, বিশেষ করে ব্রাহ্মণদের দ্বারা, তা হলে বংশধরেরা অশুদ্ধ হয়ে যায়, এবং ধীরে ধীরে পরিবারে পাপকর্ম হতে দেখা যায়। মহারাজ অঙ্গ অত্যন্ত শুদ্ধ ছিলেন, কারণ ধ্রুব মহারাজের পবিত্র বংশে তাঁর জন্ম হয়েছিল। কিন্তু তাঁর পত্নী ছিলেন মৃত্যুর কন্যা সুনীথা, এবং তাঁর সঙ্গ প্রভাবে তাঁর বীর্য দূষিত হয়ে গিয়েছিল। সেই দূষিত বীর্যের ফলে রাজা বেণের জন্ম হয়েছিল। ধ্রুব মহারাজের বংশে সেটি ছিল একটি মস্ত বড় দুর্ঘটনা। সমস্ত ঋষি ও মুনিরা সেই কথা বিবেচনা করেছিলেন, এবং তাঁরা সেই বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য স্থির করেছিলেন, যা পরবর্তী শ্লোকগুলিতে বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ৪৩

বিনিশ্চিত্যৈবমৃষয়ো বিপন্নস্য মহীপতেঃ ।
মমন্থুরুরুং তরসা তত্রাসীদ্বাহুকো নরঃ ॥ ৪৩ ॥

বিনিশ্চিত্য—স্থিরনিশ্চয় করে; **এবম্**—এইভাবে; **ঋষয়ঃ**—মহর্ষিগণ; **বিপন্নস্য**—মৃত; **মহী-পতেঃ**—রাজার; **মমন্থুঃ**—মন্থন করেছিলেন; **উরুম্**—জঙ্ঘা; **তরসা**—বিশেষ শক্তি সহকারে; **তত্র**—তার পর; **আসীৎ**—জন্ম হয়েছিল; **বাহুকঃ**—বাহুক নামক (বামন); **নরঃ**—এক ব্যক্তি।

অনুবাদ

ঋষিরা এইভাবে স্থিরনিশ্চয় করে, অতিবেগে এবং এক বিশেষ পন্থায়, মৃত রাজা বেণের উরুদেশ মন্থন করেছিলেন। তার ফলে রাজা বেণের শরীর থেকে এক বামন পুরুষের উৎপত্তি হয়েছিল।

তাৎপর্য

রাজা বেণের উরুদেশ মন্থন করার ফলে যে এক ব্যক্তির উৎপত্তি হয়েছিল, তা প্রমাণ করে যে, আত্মা স্বতন্ত্র এবং শরীর থেকে পৃথক। মৃত রাজা বেণের শরীর থেকে ঋষিরা আর একটি ব্যক্তি উৎপন্ন করতে পেরেছিলেন, কিন্তু রাজা বেণকে জীবিত করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। রাজা বেণের মৃত্যু হয়েছিল এবং সে নিশ্চিতভাবে অন্য আর একটি শরীর গ্রহণ করেছিল। মুনি-ঋষিরা বেণের শরীর সম্বন্ধে আগ্রহী ছিলেন, কারণ তা ধ্রুব মহারাজের বংশের বীর্যসম্ভূত ছিল। তার ফলে, অন্য আর একটি শরীর উৎপাদন করার উপাদানগুলি রাজা বেণের শরীরের মধ্যে ছিল। কোন এক বিশেষ পন্থায় যখন মৃতদেহের উরুদেশ মন্থন করা হয়, তখন আর একটি শরীর উৎপন্ন হয়। মৃত হলেও রাজা বেণের শরীর ঔষধ এবং তার মাতার দ্বারা উচ্চারিত মন্ত্রের প্রভাবে সুরক্ষিত ছিল। এইভাবে আর একটি শরীর উৎপন্ন করার উপাদানগুলি সেখানে ছিল। রাজা বেণের শরীর থেকে যে বাহুক নামক ব্যক্তির শরীর প্রকটিত হয়েছিল, তাতে খুব একটা আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। এটি কেবল কিভাবে তা করতে হয়, তা জানার উপর নির্ভর করে। এক দেহের বীর্য থেকে আর একটি দেহের উৎপন্ন হয়, এবং সেই দেহে আত্মার আশ্রয় গ্রহণ করার ফলে জীবনের লক্ষণগুলি প্রকাশিত হয়। মহারাজ বেণের মৃতদেহ থেকে যে আর একটি শরীর উৎপন্ন হয়েছিল, তা অসম্ভব বলে মনে করা উচিত নয়। ঋষিরা অত্যন্ত কৌশলে সেই কার্য সম্পাদন করেছিলেন।

শ্লোক ৪৪

কাককৃষ্ণোঽতিহ্রস্বাঙ্গো হ্রস্ববাহুর্মহাহনুঃ ।
হ্রস্বপান্নিম্ননাসাগ্রো রক্তাক্ষস্তাম্রমূর্ধজঃ ॥ ৪৪ ॥

কাক-কৃষ্ণঃ—কাকের মতো কালো; **অতি-হ্রস্ব**—অত্যন্ত খর্ব; **অঙ্গঃ**—তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ; **হ্রস্ব**—খর্ব; **বাহুঃ**—বাহু; **মহা**—বিশাল; **হনুঃ**—তার চোয়াল; **হ্রস্ব**—খর্ব; **পাৎ**—তার পা; **নিম্ন**—অনুন্নত; **নাস-অগ্রঃ**—নাসিকার অগ্রভাগ; **রক্ত**—লাল; **অক্ষঃ**—তার চক্ষু; **তাম্র**—তাম্রবর্ণ; **মূর্ধ-জঃ**—তার চুল।

অনুবাদ

রাজা বেণের উরুদেশ থেকে যে ব্যক্তিটি উৎপন্ন হয়েছিল, তার নাম ছিল বাহুক, তার গায়ের রং কাকের মতো কৃষ্ণবর্ণ ছিল, তার দেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি

অত্যন্ত খর্ব, তার বাহু এবং পা খর্ব, এবং তার চোয়াল ছিল অত্যন্ত বিশাল। তার নাসিকা অনুন্নত, তার চক্ষু রক্তবর্ণ এবং তার কেশ তাম্রবর্ণ ছিল।

শ্লোক ৪৫

তং তু তেঽবনতং দীনং কিং করোমীতি বাদিনম্ ।
নিষীদেত্যব্রুবংস্তাত স নিষাদস্ততোঽভবৎ ॥ ৪৫ ॥

তম্—তাকে; **তু**—তখন; **তে**—ঋষিরা; **অবনতম্**—অবনত হয়ে; **দীনম্**—বিনীত; **কিম্**—কি; **করোমি**—আমি করব; **ইতি**—এইভাবে; **বাদিনম্**—প্রশ্ন করে; **নিষীদ**—উপবেশন কর; **ইতি**—এইভাবে; **অব্রুবন্**—তাঁরা উত্তর দিয়েছিলেন; **তাত**—হে বিদুর; **সঃ**—সে; **নিষাদঃ**—নিষাদ নামক; **ততঃ**—তার পর; **অভবৎ**—হয়েছিল।

অনুবাদ

সে অত্যন্ত বিনীত ও নম্র ছিল, এবং তার জন্মের পরেই সে অবনত হয়ে প্রশ্ন করেছিল, "মহাশয়! আমি কি করব?" ঋষিরা তখন উত্তর দিয়েছিলেন, "নিষীদ অর্থাৎ উপবেশন কর।" এইভাবে নৈষাদ জাতির জনক নিষাদের জন্ম হয়েছিল।

তাৎপর্য

শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, সমাজরূপ শরীরের মস্তক হচ্ছে ব্রাহ্মণ, বাহু ক্ষত্রিয়, উদর বৈশ্য এবং উরু থেকে শুরু করে পা হচ্ছে শূদ্র। শূদ্রদের কখনও কখনও কৃষ্ণ বা কালো বলা হয়। ব্রাহ্মণদের বলা হয় শুক্ল, এবং ক্ষত্রিয় আর বৈশ্যেরা কালো ও সাদার মিশ্রণ। কিন্তু যাদের রঙ অত্যন্ত সাদা, তাদের চামড়ার সেই সাদা রঙ হচ্ছে শ্বেত কুষ্ঠজনিত। মূল কথা হচ্ছে যে, সাদা অথবা সোনালি গায়ের রঙ উচ্চ বর্ণের এবং শূদ্রদের গায়ের রং কালো।

শ্লোক ৪৬

তস্য বংশ্যাস্তু নৈষাদা গিরিকাননগোচরাঃ ।
যেনাহরজ্জায়মানো বেণকল্মষমুল্বণম্ ॥ ৪৬ ॥

তস্য—তার (নিষাদের); **বংশ্যাঃ**—বংশধরেরা; **তু**—তখন; **নৈষাদাঃ**—নৈষাদ নামক; **গিরি-কানন**—পাহাড় এবং জঙ্গলে; **গোচরাঃ**—নিবাসী; **যেন**—যেহেতু; **অহরৎ**—গ্রহণ করেছিল; **জায়মানঃ**—জন্মের পর; **বেণ**—বেণ রাজার; **কল্মষম্**—সমস্ত প্রকার পাপ; **উল্বণম্**—অত্যন্ত ভয়ানক।

অনুবাদ

তার (নিষাদের) জন্মের পরেই, সে রাজা বেণের সমস্ত পাপকর্মের ফল গ্রহণ করেছিল। তাই এই নিষাদ জাতি সর্বদা চুরি, ডাকাতি এবং শিকার আদি পাপকর্মে সর্বদা যুক্ত থাকে। তার ফলে তাদের কেবলমাত্র পর্বতে এবং অরণ্যেই বাস করতে হয়।

তাৎপর্য

নিষাদদের শহরে এবং নগরে থাকতে দেওয়া হয় না, কারণ তারা স্বভাবতই পাপী। তাই তাদের শরীর অত্যন্ত কুৎসিত, এবং তাদের বৃত্তিও অত্যন্ত পাপময়। কিন্তু আমাদের জেনে রাখতে হবে যে, এই প্রকার পাপী মানুষেরাও (যাদের কখনও কখনও কিরাত বলা হয়) শুদ্ধ ভক্তের কৃপায়, তাদের পাপপঙ্কিল জীবন থেকে উদ্ধার লাভ করে, সর্বোচ্চ বৈষ্ণবপদে উন্নীত হতে পারে। মানুষ যত পাপী হোক না কেন, ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়ার ফলে, ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারে। মানুষকে কেবল ভগবদ্ভক্তির পন্থার দ্বারা সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হতে হয়। এইভাবে সকলেই তাদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারে। সেই কথা ভগবান স্বয়ং *ভগবদ্গীতায়* (৯/৩২) প্রতিপন্ন করেছেন—

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥

"হে পার্থ, যারা আমার শরণ গ্রহণ করেছে, তারা যদি, পাপযোনি-সম্ভূত—স্ত্রী, বৈশ্য এবং শূদ্রও হয়—তবুও তারা পরম গতি প্রাপ্ত হবে।"

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের 'বেণ রাজার কাহিনী' নামক চতুর্দশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।